بسم الله الرحمن الرحيم

তাওহীদ

তাওহীদের পরিচয়, প্রকারভেদ, তাৎপর্য, গুরুত্ব ও মর্যাদা

আবু উসামা

তাওহীদ

আবু উসামা

প্রথম প্রকাশ ঃ জুন ২০১৩ ইং
দ্বিতীয় প্রকাশ ঃ জুলাই ২০১৫ ইং
শাওয়াল ১৪৩৬ হিজরী

প্রকাশনায় ঃ আত তাহমীদ প্রকাশনী

মূল্য ঃ ৪০.০০ টাকা মাত্র

Tawhid
Written by : Abu Usamah
Published by : At Tahmid Prokashoni
First Print : June 2013
Second Print : July 2015
Price : Taka 40.00 Only

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّأٰتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُّضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ

সূচিপত্র

* তাওহীদ কি? ০৪
* কালিমাতুত তাওহীদ তথা لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ এর গুরুত্ব ও মর্যাদা কি? ০৫
* তাওহীদের উপকারিতা কি? ০৬
* তাওহীদ তথা لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ এর ফযিলত কি? ০৭
* তাওহীদ কয় প্রকার ও কি কি? ১০
* ‘রব’ মানে কি? ১০
* তাওহীদুর রুবুবিয়্যাহ বলতে কি বুঝায়? ১১
* তাওহীদ আল আসমা ওয়াস সিফাত বলতে কি বুঝায়? ১৩
* আল্লাহর নাম এবং গুণাবলীতে বিশ্বাসের ক্ষেত্রে কি কি বিষয় নিষিদ্ধ? ১৫
* তাওহীদ আল উলুহিয়্যাহ বা ইবাদাহ বলতে কি বুঝায়? ১৬
* কেন শুধু আল্লাহকেই একমাত্র ইবাদযোগ্য ইলাহ হিসেবে গ্রহণ করতে হবে? ১৯
* শুধুমাত্র তাওহীদ আর রুবুবিয়্যাহ ও তাওহীদ আল আসমা ওয়াস সিফাতের স্বীকৃতি যথেষ্ট নয় তার প্রমাণ কি? ২০
* নাবী-রসূলরা কোন তাওহীদের দিকে নিজ নিজ জাতিকে আহ্বান করে ছিলেন? ২১
* শর্ত কাকে বলে? ২২
* তাওহীদের শর্তাবলী পূরণ করা কেন জরুরী? ২২
* তাওহীদের শর্ত কয়টি ও কি কি? ২৩
* তাওহীদ সম্পর্কে কেন জানতে হবে? এবং এ ব্যাপারে বর্তমানে অধিকাংশ লোকের অবস্থা কি? ৩১
* রুকন কাকে বলে? তাওহীদের রুকন এর গুরুত্ব কি? ৩৩
* তাওহীদের রুকন কয়টি ও কি কি? এবং তার প্রমাণ কি? ৩৪
* তাওহীদ তথা لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ এর দাবী কি? ৩৪
* তাওহীদ তথা لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ এর দাবী কয়টি ও কি কি? ৩৪
* তাওহীদ তথা لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ বিনষ্টকারী বিষয় বলতে কি বুঝায়? ৩৯
* তাওহীদ তথা لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ বিনষ্টকারী বিষয় কয়টি ও কি কি? ৩৯
* যারা বলে لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ মুখে উচ্চারণ করাই যথেষ্ট, তাদের ভ্রান্তির জবাব। ৪৭

তাওহীদের পরিচয়

প্রশ্নঃ তাওহীদ কি?

উত্তরঃ তাওহীদের আভিধানিক অর্থ ঃ একীকরণ (কোন কিছুকে এক করা), দৃঢ়ভাবে এককত্ব ঘোষণা করা, একত্ববাদ এবং এটার উৎপত্তি আরবী وَحَّدَ "ওয়াহহাদা" শব্দ হতে যার অর্থ এক করা, ঐক্যবদ্ধ করা অথবা সংহত করা। কিন্তু যখন তাওহীদ শব্দটি আল্লাহর (توحيد الله) সম্বন্ধে ব্যবহৃত হয় তখন আল্লাহ্ সম্পর্কিত মানুষের সকল পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ কর্মকান্ডে আল্লাহর এককত্ব উপলব্ধি করা ও তা নিরবচ্ছিন্নভাবে অক্ষুন্ন রাখা বুঝায়।

তাওহীদের পারিভাষিক অর্থ ঃ
সালফে সালেহীনগণ তাওহীদকে বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন। নিম্নে তা উপস্থাপন করা হলো-

* তাওহীদ হল কায়মনোবাক্যে এ সুদৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করা যে, সকল বিষয়েই আল্লাহ এক ও একক, অদ্বিতীয়, নিরুপম, সমকক্ষহীন, তুলনাহীন। তিনি ব্যক্তি সত্ত্বা, কর্মরাজি, সুন্দর নামসমূহ ও গুণাবলী এবং ইবাদতের সার্বভৌম অধিকারে সম্পূর্ণ এক ও একক। তেমনিভাবে তিনি একত্বের অধিকারী সৃষ্টিকর্মে ও নির্দেশদানে।[১]

* তাওহীদ হচ্ছে আল্লাহর লেশমাত্র দোষহীন পরিপূর্ণ গুনরাজিতে আল্লাহর একত্বের হৃদয়গত ইলম ও বিশ্বাস, মৌখিক স্বীকৃতি ও ইবাদতের ক্ষেত্রে তাঁর একত্ব প্রতিষ্ঠা করা।[২]

* তাওহীদ হচ্ছে একমাত্র সত্য মা'বুদের জন্যে একমাত্র সত্য দ্বীন ও ঈমানের পথে একাভিমুখী বান্দাহ হয়ে যাওয়া।[৩]

* তাওহীদ হচ্ছে ইবাদত, ইসতিয়ানাত তথা দাসত্ব ও সাহায্য প্রার্থনা একমাত্র আল্লাহর সাথে বিশেষিত করা।[৪]

---

[১] শারহুল আকিদাহ আত্ তাহাবিয়্যাহ।
[২] কিতাবুত তাওহীদ, মুহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহহাব।
[৩] মাজমুওত তাওহীদ, ইবনুল কাইয়্যিম (রহঃ)।
[৪] কিতাবুত তাওহীদ লি ইবনে তাইমিয়া (রহঃ)।

প্রশ্নঃ কালিমাতুত তাওহীদ তথা لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ এর গুরুত্ব ও মর্যাদা কি?

উত্তরঃ **لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ** এর গুরুত্ব যে কত অপরিসীম, এর মর্যাদা যে কত উচ্চ তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এ ক্ষুদ্র পরিসরে তা বলে শেষ করার মত নয়। তবুও সংক্ষিপ্ত পরিসরে আমরা এ কালিমার গুরুত্ব এবং মর্যাদা তুলে ধরছি।

- **لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ** এটি ইসলামের মূল কালিমা। এর স্বাক্ষ্য দানই ইসলামে প্রবেশের একমাত্র রাস্তা। কেউ বুঝে শুনে এ কালিমার স্বাক্ষ্য দিলে সে হবে মুসলিম, আর অস্বীকার করলে সে হবে কাফির। এ হচ্ছে এমন এক কালিমা যা মানুষের ঈমান ও কুফরীর মধ্যে পার্থক্য করে দেয়।
- নাবী-রসূলদের মূল দাওয়াতই ছিল **لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ** এর দিকে মানুষকে আহ্বান করা, যাদেরকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা মানব জাতির হিদায়াতের জন্য পাঠিয়েছিলেন।
- কালিমা **لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ** ইসলামের মূল ভিত্তি। ইসলামের পাঁচটি ভিত্তির প্রথম ভিত্তি হচ্ছে শাহাদাতাইন বা দুটি বিষয়ের স্বাক্ষ্য দেয়া। প্রথম যে বিষয়ে স্বাক্ষ্য দিতে হয় তা হচ্ছে **لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ** ।[১]
- কালিমা **لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ** কে মেনে নেয়া এবং সে অনুযায়ী কাজ করা, বান্দার প্রতি আল্লাহর হক্ব।
- এ কালিমার দাবী অনুযায়ী কাজ করার জন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা মানুষ এবং জ্বীনকে সৃষ্টি করেছেন। কারণ এ কালিমার স্বীকৃতির মাধ্যমে বান্দাহ ইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহর এককত্ব মেনে নেয়।
- **لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ** এমন এক মহান কালিমা যার সাক্ষ্য স্বয়ং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা, মালায়িকা এবং জ্ঞানবান লোকেরা দিয়েছেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ইরশাদ করেছেন-

شَهِدَ اللهُ أَنَّهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلٰئِكَةُ وَأُولُوْا الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ

অর্থঃ আল্লাহ স্বাক্ষ্য দেন যে, নিশ্চয়ই তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। মালায়িকাগণ (ফেরেশতা) এবং জ্ঞানবান লোকেরা সততা ও ইনসাফের সাথে এ স্বাক্ষ্যই দিচ্ছে যে, প্রকৃতপক্ষে সেই মহা পরাক্রমশালী এবং মহাজ্ঞানী ছাড়া কেউই ইলাহ হতে পারে না।[১]

---

[১] সহীহ বুখারী ৮, ই.ফা.বা হাঃ ৭, সহীহ মুসলিম ২১, ই.ফা.বা হাঃ ২১, ই.সে হাঃ ২১।

- এ কালিমার স্বীকৃতি দেয়া না দেয়ার উপরই নির্ভর করে বান্দার সফলতা-ব্যর্থতা। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন- যে ব্যক্তি لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ এর নিশ্চিত বিশ্বাস নিয়ে মৃত্যুবরণ করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।[২]

  রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেন- আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ঐ ব্যক্তির জন্য জাহান্নামের আগুন হারাম করে দিয়েছেন যে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ উচ্চারণ করেছে।[৩]

- কালিমা لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ হচ্ছে ঈমানের সর্বোচ্চ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ শাখা। আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, ঈমানের শাখা সত্তরটিরও কিছু বেশী। এর সর্বোচ্চ শাখা لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ এ কথা স্বীকার করা। আর এর সর্বনিম্ন শাখা হচ্ছে রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে দেয়া।[৪]

প্রশ্নঃ তাওহীদের উপকারিতা কি?

উত্তরঃ মানুষের একক ও সমষ্টিগত জীবনে لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ এর সাক্ষ্য দানের মাধ্যমে যখন সত্যিকার তাওহীদ আসবে তখন অতীব সুন্দর ফল পাওয়া যাবে। তাওহীদের উপকারিতা অনেক তার মধ্যে কয়েকটি উল্লেখ করা হলো-

১. তাওহীদ মানুষকে অপরের দাসত্ব এবং গোলামী থেকে মুক্ত করে প্রকৃত বিনিময়দাতা ও একমাত্র লাভ-ক্ষতির মালিক আল্লাহর দাসত্বে ফিরিয়ে আনে।

২. তাওহীদ সঠিক ব্যক্তিত্ব গড়তে সহায়তা করে। মানুষ এতে সঠিকভাবে জীবন গঠন করতে পারে এবং সত্যিকারের দিক নির্দেশনা পায়। তার লক্ষ্য বস্তুকে নির্দিষ্ট করে দেয়। কারণ সে বুঝে এক আল্লাহ ছাড়া আর কোন উপায় নেই।

৩. তাওহীদ হচ্ছে মানুষের জীবনে নিরাপত্তার ভিত্তি। কারণ এর দ্বারাই সে নিরাপত্তা ও শান্তি পায়। সে আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় করে না।

---

[১] সূরা আল ইমরান ৩ ঃ ১৮।

[২] সহীহ মুসলিম ৪৩; ই.সে হাঃ ৪৪; ই.ফা.বা হাঃ ৪৩।

[৩] সহীহ বুখারী ৬৪২২; ই.ফা.বা হাঃ ৫৯৮০।

[৪] সহীহ মুসলিম ৫৭, ৫৮ ই.ফা.বা হাঃ ৫৯; ই.সে হাঃ ৬০।

৪. তাওহীদ হচ্ছে মানুষের মনের শক্তির উৎস। তা তাকে মানসিক শক্তি যোগায়। ফলে তার অন্তর আল্লাহ হতে প্রাপ্তির আশায় ভরে যায়। তার উপর বিশ্বাস জন্মে এবং তার উপর ভরসা করে।

৫. তাওহীদ হচ্ছে ভ্রাতৃত্ব এবং একতার বন্ধনের মূল।

প্রশ্নঃ তাওহীদ তথা لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ এর ফযীলত কি?

উত্তরঃ **لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ** এর সাক্ষ্য প্রদানের মাধ্যমেই একজন ব্যক্তি মুসলিম হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। সর্বোত্তম জিনিস ঈমান লাভ করে। **لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ** তথা তাওহীদ এর অনেক ফযীলত রয়েছে। নিম্নে সংক্ষিপ্ত পরিসরে তা উল্লেখ করা হলো-

- তাওহীদের এ কালিমা জান্নাতে প্রবেশ করায়। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন- **مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ**

  অর্থঃ যে ব্যক্তি মারা গেল এ অবস্থায় যে, সে জানে আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।[১]

- **لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ** এটি এমন এক মহান কালিমা যা জাহান্নামকে হারাম করে দেয়। আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন-

  مَا مِنْ أَحَدٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ صِدْقًا مِنْ قَلْبِهِ إِلَّا حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّارِ

  অর্থঃ যে কেউ অন্তর হতে সত্য সহকারে এ কালিমার স্বাক্ষ্য প্রদান করবে যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর রসূল। তবে আল্লাহ তার উপর জাহান্নামের আগুনকে হারাম করে দিবেন।[২]

- কিয়ামতের কঠিন এবং ভয়াবহ মূহূর্তে তাওহীদের এ কালিমার সাক্ষ্যদানকারীর জন্য নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুপারিশ করবেন। প্রিয় নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন-

---

[১] সহীহ মুসলিম ৪৩; ই.সে হাঃ ৪৪-৪৫; ই.ফা.বা হাঃ ৪৩-৪৪।

[২] সহীহ বুখারী ১২৮, ই.ফা.বা হাঃ ১৩০।

أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ أَوْ نَفْسِهِ

অর্থঃ আমার শাফায়াত পেয়ে সর্বাধিক সাফল্য লাভ করবে ঐ ব্যক্তি যে তার অন্তর থেকে খালেসভাবে বলবে لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ।[১]

- এ কালিমার যিকির সর্বোত্তম যিকির। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন- أَفْضَلُ الذِّكْرِلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ‘সর্বোত্তম যিকির হচ্ছে لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ।[২]

- এ কালিমা যে স্বীকার করে নেবে এবং শিরক মুক্ত থাকবে সে নিরাপত্তা লাভ করবে। প্রিয় নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন-

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوْا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ وَيُقِيْمُوْا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوْا الزَّكَاةَ فَإِذَا فَعَلُوْا ذٰلِكَ عَصَمُوْا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ

অর্থঃ ইবনে উমর (রাঃ) রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “আমাকে আদেশ দেয়া হয়েছে তাদের বিরূদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য যতক্ষণ না তারা সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কোন ইলাহ নাই এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হলেন আল্লাহর রসূল এবং সলাত প্রতিষ্ঠা করে ও যাকাত দেয়। অতঃপর যদি তারা তা করে তবে তাদের রক্ত ও সম্পদ আমার থেকে নিরাপদ। তবে ইসলামের (অন্য কোন বিধানের কারণে যদি তাদের রক্তপাতের আদেশ আসে তাহলে তা ভিন্ন)। আর তাদের প্রকৃত হিসাবের দায়িত্ব আল্লাহর উপর।[৩]

- لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ আখিরাতের চিরস্থায়ী সুখ দেয় এবং গুণাহ মাফ করায়। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন-

---

[১] সহীহ বুখারী ৯৯, ই.ফা.বা হাঃ ৯৯।

[২] সুনানে তিরমিজি ৩৩৮৩; সুনানে ইবনে মাজাহ, ই.ফা.বা হাঃ ৩৮০০।

[৩] সহীহ বুখারী ২৫, ই.ফা.বা হাঃ ২৪; সহীহ মুসলিম ৩৬, ই.ফা.বা হাঃ ৩৬, ই.সে হাঃ ৩৭।

عَنْ عُبَادَةَ بْنُ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "مَنْ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ اللهِ وَابْنُ أَمَتِهِ، وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ، وَأَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ، وَأَنَّ النَّارَ حَقٌّ، أَدْخَلَهُ اللهُ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ شَاءَ"

অর্থঃ উবাদা ইবনু সামিত (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার কোন মা'বূদ নাই। তিনি এক ও অদ্বিতীয় এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বান্দা এবং তাঁর রসূল। আর ঈসা (আঃ) আল্লাহর বান্দাহ এবং তাঁর বান্দীর (মারইয়ামের) পুত্র। এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার ঐ কালিমা যা তিনি মারইয়াম (আঃ) এর প্রতি প্রেরণ করেছিলেন এবং তিনি [ঈসা (আঃ)] আল্লাহ হতে প্রেরিত একটি রূহ। জান্নাত সত্য এবং জাহান্নাম সত্য। তবে আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, সে জান্নাতের আটটি দরজার যে কোন একটি দরজা দিয়ে ইচ্ছে করলে প্রবেশ করতে পারবে।[১]

- হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন-

عَنْ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقُوْلُ... قَالَ اللهُ يَابْنَ آدَمَ ، إِنَّكَ لَوْ أَتَيْتَنِيْ بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطَايَا ثُم لَقِيْتَنِيْ لَا تُشْرِكْ بِيْ شَيْئًا لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً

অর্থঃ আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেছেন; হে আদম সন্তান ! যদি তুমি শিরক না করে আমার সামনে দুনিয়া ভরতি পাপরাশি সহ হাজির হও, তবে আমি তোমার সাথে দুনিয়া ভরতি ক্ষমা নিয়ে সাক্ষাত করব।[২]

---

[১] সহীহ মুসলিম ৪৬, ই.ফা.বা হাঃ ৪৭; ই.সে হাঃ ৪৮।

[২] সুনানে তিরমিজি, মাদানী প্রকাশনী হাঃ ৩৫৪০।

উপরোক্ত হাদীস সমূহ তাওহীদের ফযীলত প্রকাশ করেছে। মানুষের সুখের জন্য এটাই সবচেয়ে বড় কাজ। তার গুনাহ মাফের জন্য এবং তার ভুলভ্রান্তি মুছে ফেলার জন্য এটাই সবচেয়ে বড় অছিলা।

তাওহীদ এর প্রকারভেদ

প্রশ্নঃ তাওহীদ কয় প্রকার ও কি কি?

উত্তরঃ তাওহীদ তিন প্রকার। যথাঃ-

১। তাওহীদ আর-রুবুবিয়্যাহ। (প্রতিপালকের এককত্ব অক্ষুন্ন রাখা)

২। তাওহীদ আল-আসমা ওয়াস সিফাত। (আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর এককত্ব বজায় রাখা)

৩। তাওহীদ আল-ইবাদাহ। (আল্লাহর ইবাদতের এককত্ব বজায় রাখা)

প্রশ্নঃ রব মানে কি?

উত্তরঃ কুরআনুল কারীমের অনেক জায়গায় রব্বুল আলামীন বা বিশ্বজাহানের রব বলা হয়েছে। 'রব' এমন একটি শব্দ যা অন্য ভাষায় এক শব্দে যথাযথ অনুবাদ করা সম্ভব নয়। সাধারণভাবে যদিও 'রব' মানে 'প্রতিপালক' করা হয় কিন্তু রব মানে- স্রষ্টা, সত্বাধিকারী, ব্যবস্থাপক, পরিচালক, পরিকল্পনাকারী, পরিচর্যাকারী, নিরাপত্তা দানকারী ইত্যাদি। কুরআনুল কারীমে রব সম্পর্কিত ফিরআউন ও মূসা (আঃ) এর কথোপকথনকে আল্লাহ তা'আলা অত্যন্ত সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। মূসা (আঃ) যখন রবের দাওয়াত নিয়ে ফিরআউনের নিকট গিয়েছিলেন, তখন ফিরআউন বললো-

قَالَ فَمَنْ رَّبُّكُمَا يَا مُوْسٰى

অর্থঃ ফিরআউন বললো, হে মূসা (বল), কে (আবার) তোমাদের দু'জনের রব।
জবাবে মূসা (আঃ) বললেন-

قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطٰى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدٰى

অর্থঃ মূসা বললেন, আমাদের রব তিনি, যিনি প্রতিটি জিনিসকে তার (যথাযোগ্য) আকৃতি দান করেছেন, অতঃপর (সবাইকে তাদের চলার) পথ বাতলে দিয়েছেন।[১]

---

[১] সূরা ত্বা-হা ২০ ঃ ৪৯ - ৫০।

প্রশ্নঃ তাওহীদুর রুবুবিয়্যাহ বলতে কি বুঝায়?

উত্তরঃ রুবুবিয়্যাহ ঃ- তা হচ্ছে আল্লাহর কার্যাবলী, কর্তৃত্ব ও ক্ষমতায় তাকে একক বিশ্বাস করা। যেমন- সৃষ্টি, মালিকানা, রিযিকদান, জীবন-মৃত্যু দান, সমগ্র রাজ্য ও বিষয়াদি নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করা, সার্বভৌমত্ব, আইন-বিধান দান, উপকার-অপকারের ক্ষমতা, বিপদ-সংকট থেকে পরিত্রাণ দেয়া ইত্যাদির অধিকার ও কর্তৃত্ব একমাত্র আল্লাহর এ বিশ্বাস করা এবং এসব ক্ষেত্রে তাঁর বিন্দুমাত্র শরীক নেই।

আধুনিক বস্তু বিজ্ঞানে আল্লাহর রুবুবিয়্যাতের আয়াত সমূহের ব্যাখ্যা কত সুন্দরভাবেই না ফুটে উঠেছে। সবুজ জীবনময় পৃথিবী তল তারই রুবুবিয়্যাতের এক সাগর দয়ার নিদর্শন। সূর্য রশ্মিকে উদ্ভিদ জগতের উপর ফেলে সালোক সংশ্লেষক পদ্ধতিতে তিনিই তৈরী করছেন প্রাণী জগতের জন্য খাদ্য ভান্ডার। বান্দাদের দুয়ারে দুয়ারে রিযিক পৌঁছে দেয়ার জন্য তিনিই সৃষ্টি করেছেন গভীর সমুদ্রে নিম্নচাপ। তার সাহায্যে দমকা হাওয়া সৃষ্টি করে উদ্ভিদের পুরুষ পরাগ রেণুকে নারী পরাগ রেণুর সাথে সম্মিলিত করছেন। যে সম্মিলনের ফল হল সুস্বাদু বিচিত্র রকমের ফল-মূল শস্য-দানা আরও কত কী! চির বাষ্পস্বভাব পানি রাশিকে হাইড্রোজেন চেইন লাগিয়ে তিনিই করেছেন তরল। যাতে তাঁর বান্দারা সুমিষ্ট-সুশীতল পানি পান করে প্রাণ রক্ষা করতে পারে। মৃত এমাইনো এসিডে তিনিই সঞ্চার করেছেন তাঁর নির্দেশিত প্রাণ। সহস্র সহস্র কম্পিউটার বেস স্ক্যানার সমতুল্য নয়নযুগল তাঁরই রুবুবিয়্যাতের এক মহা নিদর্শন। লক্ষ লক্ষ ক্ষুদ্র শ্রুতিযন্ত্র বিশিষ্ট দু'টো কান তাঁরই বান্দাহ পালনের বার্তাবাহক নয় কি? বস্তুত মহা বিশ্বটি একটি মহা কম্পিউটার। যার স্রষ্টা ও নির্মাতা হলেন মহান রব্বুল আলামীন, যা অকল্পনীয় সুক্ষতায় তাঁরই প্রোগ্রাম ও নির্দেশে চলমান। দ্বিতীয় কারো হস্তক্ষেপ হলে চোখের পলকেই ধ্বংস নেমে আসত মহাবিশ্ব জুড়ে। আল্লাহ তা'আলা বলেন-

فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوْتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ

অর্থঃ অতএব, পবিত্র ও মহান সেই সত্তা (আল্লাহ তা'আলা) যাঁর হাতে রয়েছে বস্তু নিচয়ের একচ্ছত্র কর্তৃত্ব ও স্বত্বাধিকার। আর তোমাদেরকে তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তিত হতে হবে। (সূরা ইয়াসীন ৩৬ ঃ ৮৩)

তাই মহাবিশ্বের ব্যবস্থাপনায় অপর কারো কর্তৃত্ব হস্তক্ষেপের সাংঘর্ষিক বিশ্বাসে তাওহীদুর রুবুবিয়্যাহকে ধ্বংস করলে তা হবে এক বিরাট জুলুম ও অমার্জনীয় অত্যাচার। রুবুবিয়্যাতের অন্তর্ভুক্ত কিছু বিষয় নিম্নে কুরআন থেকে উল্লেখ করা হলো-

সৃষ্টি ঃ রবের একটি বড় বৈশিষ্ট্য হলো তিনি সৃষ্টিকর্তা। আল্লাহ তা'আলা বলেন-

اللهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيْلٌ

অর্থঃ আল্লাহ সমস্ত কিছুর স্রষ্টা এবং তিনি সমস্ত কিছুর নিয়ন্তা। (সূরা যুমার ৩৯ ঃ ৬২)

রিযিক বা জীবিকা ঃ এটি রবের আরেকটি পরিচয় তিনি রিযিক দাতা। ইরশাদ হচ্ছে-

وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُّبِيْنٍ

অর্থঃ আর পৃথিবীতে বিচরণশীল এমন কোনো (প্রাণী) নেই, যার জীবিকার দায়িত্ব আল্লাহর উপর নেই, তিনি জানেন তারা কোথায় থাকে এবং কোথায় সমর্পিত হয়। সবকিছুই এক সুবিন্যস্ত কিতাবে রয়েছে। (সূরা হুদ ১১ ঃ ৬)

কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্ব ঃ এটি রবের আর একটি বৈশিষ্ট্য। ইরশাদ হচ্ছে–

قُلِ اللّٰهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

অর্থঃ (হে নাবী) আপনি বলুন, হে আল্লাহ! তুমিই সার্বভৌম শক্তির অধিকারী। তুমি যাকে ইচ্ছে রাজ্য দান কর এবং যার কাছ থেকে ইচ্ছে রাজ্য ছিনিয়ে নাও। যাকে ইচ্ছে সম্মান দান কর আর যাকে ইচ্ছে অপমানে পতিত কর। তোমারই হাতে যাবতীয় কল্যাণ। নিশ্চয়ই তুমি সকল বিষয়ের উপর ক্ষমতাশীল। (সূরা আল ইমরান ৩ ঃ ২৬)

জীবন ও মৃত্যু ঃ এটি রবের আর একটি বৈশিষ্ট্য তিনি জীবন ও মৃত্যুদাতা । ইরশাদ হচ্ছে-

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفُوْرُ

অর্থঃ তিনি সৃষ্টি করেছেন মরণ ও জীবন, যাতে (তিনি) তোমাদেরকে পরীক্ষা করতে পারেন- কে তোমাদের মধ্যে কর্মে শ্রেষ্ট? তিনি পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল।
(সূরা মুলক ৬৭ ঃ ২)

আইন বিধান দান ঃ এটি রবের আর একটি বৈশিষ্ট্য। ইরশাদ হচ্ছে-

إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلّٰهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوْا إِلَّا إِيَّاهُ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ وَلٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُوْنَ

অর্থঃ আল্লাহ ছাড়া কারো বিধান দেয়ার ক্ষমতা নেই। তিনি আদেশ দিয়েছেন যে, তিনি ব্যতীত তোমরা অন্য কারো ইবাদত করো না। এটাই সরল পথ। কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানেনা। (সূরা ইউসুফ ১২ ঃ ৪০)

সন্তান প্রদান ঃ এটির রবের আরেকটি বৈশিষ্ট্য। ইরশাদ হচ্ছে-

لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُوْرَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيْمًا إِنَّهُ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ

অর্থঃ নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের রাজত্ব আল্লাহ তা'আলারই। তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন, যাকে ইচ্ছা কন্যা সন্তান, যাকে ইচ্ছা পুত্র সন্তান দান করেন। অথবা তাদেরকে দান করেন পুত্র-কন্যা উভয়ই এবং যাকে ইচ্ছা বন্ধ্যা করে দেন। নিশ্চয়ই তিনি মহাজ্ঞানী, ক্ষমতাশীল। (সূরা শুরা ৪২ ঃ ৪৯-৫০)

কল্যাণ ও অকল্যাণ ঃ এটি রবের আরেকটি বৈশিষ্ট্য। ইরশাদ হচ্ছে-

وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَآدَّ لِفَضْلِهِ يُصِيْبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ

অর্থঃ আর আল্লাহ যদি তোমাদের উপর কোন কষ্ট আরোপ করেন তাহলে তা দূরীভূত করার মতো কেউ নেই, তিনি ছাড়া। পক্ষান্তরে তিনি যদি কোন কল্যাণ দান করেন, তবে তার অনুগ্রহকে রদ করার মতো কেউ নেই। তিনি যার প্রতি অনুগ্রহ করতে চান। স্বীয় বান্দাদের মধ্যে তাকেই দান করেন। বস্তুত: তিনি ক্ষমাশীল দয়ালু।
(সূরা ইউনুস ১০ ঃ ১০৭)

প্রতিপালন ঃ এটি রবের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। কুরআর মাজীদে আল্লাহ তা'আলা তার নিজের ব্যাপারে সর্বমোট ৪২ বার 'রব্বুল আলামীন' বা 'বিশ্বজাহানের রব' বলে পরিচয় দিয়েছেন।

প্রশ্নঃ তাওহীদ আল আসমা ওয়াস সিফাত বলতে কি বুঝায়?

উত্তরঃ তাওহীদ আল আসমা ওয়াস সিফাত অর্থ হচ্ছে আল্লাহর নাম এবং গুণাবলীর ক্ষেত্রে তাঁর এককত্ব বজায় রাখা। তা হচ্ছে এই যে, কুরআন ও সুন্নাতে আল্লাহর যে

সমস্ত নাম ও গুণাবলী উল্লেখিত হয়েছে সেগুলিকে বিকৃতি, বিলুপ্তি, ধরণপদ্ধতি, অপব্যাখ্যা ও তুলনা, উপমা ছাড়া দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা ও স্বীকৃতি দেয়া। কোন অবস্থাতেই আল্লাহর গুণ অস্বীকার করা, এসবের বিকৃত অর্থ করা, উপমা ও ধরণ বর্ণনা করা যাবে না। চাই গুণাবলীগুলো আচরণগত হোক বা স্বত্বাগত। যেমন- আরশে সমুন্নত হওয়া, কথা বলা, ভালবাসা, রাগ করা, হাসা, আল্লাহর হাত, পা, চেহারা, চক্ষু, মুষ্টি, আকার আকৃতি ইত্যাদি।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেছেন-

قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ (١) اللهُ الصَّمَدُ (٢) لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ (٣) وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ (٤)

অর্থঃ (হে নাবী) আপনি বলুন, তিনিই আল্লাহ এক ও একক। আল্লাহ অমুখাপেক্ষী। তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং কারো ঔরসে জন্ম নেননি। তার সমতুল্য কেউ নেই।
(সূরা ইখলাস ১১২ ঃ ১-৪)

অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে-

وَلِلّٰهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنٰى فَادْعُوْهُ بِهَا وَذَرُوْا الَّذِيْنَ يُلْحِدُوْنَ فِي أَسْمَآئِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ

অর্থঃ আল্লাহর উত্তম নামসমূহ রয়েছে। অতএব, তোমরা তাকে এসব নামের অসীলায় ডাকো। আর তাদেরকে বর্জন কর, যারা তার নামের ব্যাপারে বাঁকা পথে চলে (বিকৃতি ঘটিয়ে)। তারা নিজেদের কৃতকর্মের ফল অবশ্যই পাবে। (সূরা আ'রাফ ৭ ঃ ১৮০)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আরো বলেন-

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيْعُ البَصِيْرُ

অর্থঃ তার মতো কোন কিছু নেই আর তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। (সূরা শুরা ৪২ ঃ ১১)

তাওহীদ আল আসমা ওয়াস সিফাতের প্রধান কয়েকটি শর্ত রয়েছে ঃ-

১. আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর এককত্ব বজায় রাখার প্রথম শর্ত হলো- কুরআন এবং হাদীসে আল্লাহ এবং তার রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেভাবে বর্ণনা দিয়েছেন সেভাবে ছাড়া আর কোনভাবে আল্লাহর নাম এবং গুণাবলীর বর্ণনা দেয়া যাবে না।

২. তাওহীদ আল আসমা ওয়াস সিফাতের দ্বিতীয় রূপ হলো- আল্লাহর উপর কোন নতুন নাম ও গুণাবলী আরোপ না করে তিনি নিজেকে যেভাবে উল্লেখ করেছেন সেভাবেই তাকে উল্লেখ করা। উদাহরণ স্বরুপ, যদিও তিনি বলেছেন যে, তিনি রাগ করেন তথাপি তার নাম 'আল গাদিব' বা (রাগী জন) দেয়া যাবে না। কারণ আল্লাহ বা তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কেউ এ নাম ব্যবহার করেননি।

৩. তাওহীদ আল-আসমা ওয়াস সিফাতের তৃতীয় শর্ত অনুযায়ী আল্লাহকে কখনো তার সৃষ্টির গুণাবলী দেয়া যাবে না।

৪. আল্লাহর গুণাবলী উল্লেখ করতে কুরআনের আয়াতকে মৌলিক নিয়ম হিসেবে অনুসরণ করতে হবে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন-

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ

অর্থঃ কোন কিছুই তাঁর সদৃশ নয়, তিনি সর্বশ্রোতা সর্বদ্রষ্টা। (সূরা শুরা ৪২ ঃ ১১)

যেমন- শ্রবণ ও দর্শন মানুষের গুণাবলী কিন্তু যখন তা স্রষ্টার উপর আরোপিত হয় তখন সেগুলি তুলনাবিহীন এবং ত্রুটিমুক্ত। যা হোক এই গুণাবলী মানুষের সাথে সম্পৃক্ত করতে চোখ ও কান অপরিহার্য যা স্রষ্টার জন্য প্রযোজ্য নয়। স্রষ্টা সম্বন্ধে মানুষ কেবল ততটুকু জ্ঞাত যতটুকু তিনি তাঁর নাবী-রসূলদের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। সুতরাং মানুষ এ সংকীর্ণ গন্ডির মধ্যে অবস্থান করতে বাধ্য।

৫. তাওহীদ আল আসমা ওয়াস সিফাতের চতুর্থ রূপের জন্য প্রয়োজন মানুষের উপর আল্লাহর গুণাবলী আরোপ না করা।

৬. আল্লাহর নামের এককত্ব বজায় রাখার আরো অর্থ হলো যদি নামের আগে 'আবদ' (ভৃত্য অথবা বান্দা) সংযোজিত না করা হয় তাহলে তার সৃষ্টিকে আল্লাহর কোন নামে নামকরণ করা যাবে না। কিন্তু 'রাউফ' এবং 'রহীম' এর মত কিছু নাম মানুষের নাম হিসাবে অনুমোদিত। কারণ রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উল্লেখ করতে গিয়ে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এই ধরণের কিছু নাম ব্যবহার করেছেন।[১]

প্রশ্নঃ আল্লাহর নাম এবং গুণাবলীতে বিশ্বাসের ক্ষেত্রে কি কি বিষয় নিষিদ্ধ?

উত্তরঃ আল্লাহর নাম এবং গুণাবলীতে বিশ্বাসের ক্ষেত্রে যেসব বিষয় নিষিদ্ধ তা হচ্ছে-

[১] সূরা তাওবাহ ৯ ঃ ১২৮।

১. تاويل তা'বিল ঃ পবিত্র কুরআনের সুস্পষ্ট আয়াত ও সহীহ হাদীসের বিপরীত কোন আচরণ করাই হচ্ছে তা'বিল। যেমন- اسْتَوٰى ইসতাওয়া (উর্ধ্বে আরোহণ, বসা) ইত্যাদির অর্থ ইসতাওলা করা বা শক্তি প্রয়োগে দখল করা।

২. تعطيل তা'তীল ঃ হচ্ছে আল্লাহর কোন সিফাতকে (গুণ) অস্বীকার করা। যেমন- আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আসমানের উপর আছেন। কিন্তু অনেকেই এটিকে অস্বীকার করে এ ভ্রান্ত ধারণা করে যে আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান। বরং আল্লাহর ইলম ও জ্ঞান সর্বত্র বিরজমান।

৩. تكيف তাকইফ ঃ তা হচ্ছে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার কোন গুণকে কোন নির্দিষ্ট আকারে চিন্তা করা। যেমন- আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা যে আরশের উপর আছেন তা তার অন্য কোন সৃষ্টির সাথে তুলনা করা। অথচ তিনি কিভাবে আরশের উপর আছেন তা কেউ জানে না।

৪. تمثيل তামছিল ঃ তা হচ্ছে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার কোন গুণকে তাঁর সৃষ্টির সাথে তুলনা করা। যেমন- আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা প্রতি রাত্রে প্রথম আসমানে অবতীর্ণ হন। কিন্তু তার অবতীর্ণ হওয়া ও আমাদের কোন জায়গায় অবতীর্ণ হওয়া এক নয়।

৫. تفويض তাফবীদ ঃ আকৃতি দেয়া, সালফে সালেহীনদের মত হলো- আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার আকৃতির ব্যাপারে কোন কথা আসলে, তারা বলতেন আমরা আকৃতি জানি না কিন্তু যে সমস্ত অঙ্গ সম্বন্ধে বলা হয়েছে তা বুঝি। যেমন- আল্লাহর হাত, আমরা বিশ্বাস করি আল্লাহর হাত আছে কিন্তু এর আকৃতি কেমন তা আমরা জানি না। এ ব্যাপারে ইমাম মালেক (রহঃ) এর প্রসিদ্ধ উক্তি হলো- "ইস্তিওয়া অর্থাৎ বসা বা উর্ধারোহণ এর অর্থ সবাই বুঝে, কিন্তু কিভাবে, তা কেউ জানে না। এর উপর ঈমান আনা ওয়াজিব, আর এর কৈফিয়াত সম্বন্ধে প্রশ্ন করা বিদ'আত।"

প্রশ্নঃ তাওহীদ আল উলুহিয়্যাহ বলতে কি বুঝায়?

উত্তরঃ তাওহীদ আল উলুহিয়্যাহ হচ্ছে আল্লাহকে একমাত্র ইবাদতযোগ্য ইলাহ হিসেবে গ্রহন করা, আল্লাহর জন্যই সমস্ত আত্মিক, মৌখিক এবং শারীরিক সকল প্রকারের ইবাদত নিবেদন করা। এটি হচ্ছে বান্দার কাজের মাধ্যমে আল্লাহকে এক ও একক বলে মানা। একে তাওহীদ আল ইবাদাহও বলা হয়।

তাওহীদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো তাওহীদ আল ইবাদাহ অর্থাৎ ইবাদতে আল্লাহর এককত্ব বজায় রাখা। যেহেতু একমাত্র আল্লাহই ইবাদতের প্রাপ্য এবং মানুষের ইবাদতের ফল হিসাবে একমাত্র তিনিই কল্যাণ মঞ্জুরী করতে পারেন, সেজন্য সকল প্রকার ইবাদত একমাত্র আল্লাহকে উদ্দেশ্য করেই করতে হবে।

আর আল্লাহ তা'আলা একমাত্র তাঁর ইবাদতের জন্যই জ্বীন ও মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছেন।। তিনি বলেন-

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ

অর্থঃ আমি তো জ্বীন ও মানব জাতিকে আমারই ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি। (সূরা যারিয়াত ৫১ ঃ ৫৬)

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রহঃ) বলেন- হৃদয় ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের চূড়ান্ত বিনয়ের সাথে প্রীতি ও ভালবাসার একত্ববাদকেই ইবাদত বলে। আল্লাহ যা ভালবাসেন তার সাথে পূর্ণ একাত্বতা এবং যা অপছন্দ করেন তার সাথে হৃদয় প্রাণ দিয়ে ঘৃণা পোষণ করাকেই ভালবাসা বলে। অবদানের অধিপতি আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে তাঁর আদেশ-নিষেধের অনুসরণ করাকে একত্বতা বলা হয়।[১]

মোটকথা, যে সকল কাজ আল্লাহ তা'আলা ভালবাসেন এবং পছন্দ করেন, সেগুলিকেই ইবাদত বলা হয়। সেটা হোক প্রকাশ্য বা গোপনীয়।

যে তাওহীদ নিয়ে সকল নাবী-রসূলগণ এসেছিলেন তা ছিল ইবাদতের তাওহীদ তথা পরম প্রণয় প্রীতি, চরম আকুতি-মিনতি ও বিনয়ের তাওহীদ। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে-

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِن رَّسُوْلٍ إِلَّا نُوْحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُوْنِ

অর্থঃ আর তোমার পূর্বে আমি এমন কোন রসূল পাঠাইনি যার প্রতি আমি এই অহী নাযিল করিনি যে, আমি ছাড়া কোন (সত্য) ইলাহ নেই। সুতরাং তোমরা আমারই ইবাদত কর। (সূরা আম্বিয়া ২১ ঃ ২৫)

এটাই হল لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ এর তাওহীদ। আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ, মাহবুব, মাকছুদ নেই। এ হলো তাওহীদের মূল কথা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন-

وَإِلٰهُكُمْ إِلٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ

---

[১] আল ক্বাসীদাতুন নাবাবিয়্যাহ ২/২১৮।

অর্থঃ আর তোমাদের ইলাহই একমাত্র ইলাহ, তিনি ছাড়া ইবাদতযোগ্য আল কোন ইলাহ নেই। তিনি মহান করুণাময়, পরম দয়ালু। (সূরা বাকারাহ ২ ঃ ১৬৩)

এই তাওহীদ আল উলুহিয়্যাহর সাক্ষ্য প্রদান করেছেন স্বয়ং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাঁর সকল মালায়িকা (ফেরেশতা) এবং সকল উলুল ইলম বা জ্ঞানীগণ। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন-

شَهِدَ اللهُ أَنَّهُ لاَ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلٰئِكَةُ وَأُولُوْا الْعِلْمِ قَآئِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ

অর্থঃ আল্লাহ সাক্ষ্য দেন যে, নিশ্চয়ই তিনি ব্যতীত ইবাদতযোগ্য কোন ইলাহ নেই। মালায়িকাগণ (ফেরেশতা) এবং জ্ঞানবান লোকেরা সততা ও ইনসাফের সাথে এ সাক্ষ্যই দিচ্ছে যে, প্রকৃতপক্ষে সেই মহা পরাক্রমশালী এবং মহাজ্ঞানী ছাড়া কেউই ইলাহ হতে পারে না। (সূরা আল ইমরান ৩ ঃ ১৮)

এই তাওহীদ আল উলুহিয়্যাহর সাক্ষ্য প্রদানকেই পবিত্র কুরআনে সবচেয়ে বড় সাক্ষ্য হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে-

قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللهُ شَهِيْدٌ بَيْنِيْ وَبَيْنَكُمْ وَأُوْحِيَ إِلَيَّ هٰذَا الْقُرْاٰنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ أَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُوْنَ أَنَّ مَعَ اللهِ اٰلِهَةً أُخْرٰى قُل لَّا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلٰهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيْءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ

অর্থঃ (হে নাবী) আপনি বলুন, সাক্ষ্য হিসেবে সবচেয়ে বড় বস্তু কী? আপনি বলুন, আল্লাহ সাক্ষী আমার ও তোমাদের মধ্যে। আর এ কুরআন আমার কাছে অহী করে পাঠানো হয়েছে যেন তোমাদেরকে ও যার কাছে এটা পৌঁছবে তাদেরকে এর মাধ্যমে আমি সতর্ক করি। তোমরাই কি সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহর সাথে রয়েছে অন্যান্য উপাস্য? আপনি বলুন, আমি সাক্ষ্য দেই না। আপনি বলুন, তিনি কেবল এক ইলাহ আর তোমরা (তাঁর সাথে) যাকে শরীক কর আমি নিশ্চয়ই তা থেকে মুক্ত। (সূরা আন'আম ৬ ঃ ১৯)

সুতরাং ইবাদতের যত প্রকার রয়েছে তার সব কিছুই নিবেদন করতে হবে শুধুমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার জন্যই। ইবাদতের প্রকার সমূহ যা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা নির্দেশিত করেছেন তা হচ্ছে, ইসলাম, ঈমান, ইহসান, দু'আ, খওফ, আশা-আকাংখা, তাওয়াক্কুল, অনুরাগ, ভয়-ভীতি, খুশু, অমঙ্গলের আশঙ্কা, ইনাবাহ, সাহায্য প্রার্থনা, আশ্রয় প্রার্থনা, বিপদে উদ্ধার চাওয়া, যবাহ, আন নযর ইত্যাদি। এগুলো

শুধুমাত্র আল্লাহর জন্যই করতে হবে, তাঁর সাথে বিন্দুমাত্র কাউকে শরীক করা যাবে না। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে-

وَقَالَ اللّٰهُ لاَ تَتَّخِذُوْا إِلٰهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلٰهٌ وَاحِدٌ فَإِيَّايَ فَارْهَبُوْنِ

অর্থঃ আর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেছেন, তোমরা দুই ইলাহ গ্রহণ করো না। তিনি তো কেবল এক ইলাহ। সুতরাং তোমরা আমাকেই ভয় কর।

(সূরা নাহল ১৬ ঃ ৫১)

প্রশ্নঃ কেন শুধু আল্লাহকেই একমাত্র ইবাদতযোগ্য ইলাহ হিসেবে গ্রহণ করতে হবে?

উত্তরঃ ইমাম ইবনে তাইমিয়্যাহ (রহঃ) তার "কায়িদাতুন জামিয়া ফি তাওহীদিল্লাহ ওয়া ইখলাছিল আমল ওয়াল ওয়াজহি লাহু" নামক পুস্তিকায় তাওহীদুল উলুহিয়্যাহর পক্ষে কুরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিক অনেক তথ্য এবং যুক্তির সমাহার ঘটিয়েছেন। আমরা সে গুলোর কিছুটা সংক্ষিপ্ত সার এখানে তুলে ধরছি।

১. আল্লাহই মানুষের হৃদয়ের মাকছুদ, হৃদয় শুধু আল্লাহকেই চায়। এ মাকছুদ তথা আল্লাহকে পেতে তিনিই সাহায্যকারী। গায়রুল্লাহ হৃদয়ের কাছে অনাকাংঙ্খিত। এ অনাকাংঙ্খিত গায়রুল্লাহকে হৃদয় থেকে দূর করতে তিনিই সাহায্যকারী। এই চারটি বিষয় শুধু আল্লাহর সাথে জড়িত। তাই তাঁরই ইবাদত করতে হবে। সাহায্য তাঁর কাছে প্রার্থনা করতে হবে। আর এই হচ্ছে- إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ "ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাসতায়িন" অর্থাৎ আমরা শুধু আপনারই ইবাদত করি এবং আপনারই সাহায্য কামনা করি এই কথার মর্ম।

২. মানুষ আল্লাহর সৃষ্টি ও রুবুবিয়্যাতের প্রতি যতটা মুখাপেক্ষী তার চেয়ে অনেক বেশী মুখাপেক্ষী তাঁর ইবাদত ও আনুগত্যের প্রতি। কেননা ইবাদতই হচ্ছে তার সৃষ্টি ও জীবনের লক্ষ্য। যা ব্যতীত তার জীবন নিস্ফল ও ব্যর্থ।

৩. সৃষ্টির কাছে বান্দার কল্যাণ ও অকল্যাণের, দান ও বঞ্চনার কোন কিছুই নেই। কেউ সন্তুষ্ট হলেই বান্দার উপকার করতে পারবে না যদি আল্লাহ তা মঞ্জুর না করেন, আবার ক্ষতিও করতে পারবে না যদি তিনি তা অনুমোদন না করেন। পক্ষান্তরে তিনি বান্দার কল্যাণ বা অকল্যাণ করতে চাইলে তা রুখবার মত কেউ নেই। সুতরাং অক্ষম গায়রুল্লাহর ইবাদত করে কি লাভ।

৪. আল্লাহর ইবাদতের জন্যে যতটুকু প্রয়োজন, সৃষ্টির সাথে তার চেয়ে অধিক সম্পর্ক রাখা বান্দার জন্য ক্ষতিকর। যেমনিভাবে ক্ষতি করে অতিরিক্ত খাদ্য পানীয়। তাই

আল্লাহর দিকেই ধাবিত হওয়া উচিত। এবং সৃষ্টির সাথে ভালবাসা ও সম্পর্ক তাঁর দ্বীনের জন্য এবং তাঁর সন্তুষ্টির জন্যই হওয়া উচিত।

৫. অবিজ্ঞতার দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, বান্দাহ আল্লাহ ছাড়া আর কারো উপর ভরসা করলে কিংবা কারো নিকট আশা করলে নিরাশা আর ব্যর্থতাই তার পাওনা। তাই সকল আশা-ভরসা আল্লাহর উপরই করতে হবে। এতেই রয়েছে বান্দার কল্যাণ। এর ব্যতিক্রম করলে অকল্যাণ ও ধ্বংসই হবে তার প্রাপ্য।

৬. আল্লাহ নিজে অভাবমুক্ত, পরম উদার, বড়ই করুণাময়। কোন প্রয়োজন ছাড়াই তিনি বান্দার উপকার করেন। তাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করেন। আর বান্দার প্রতি অন্য বান্দার ভালবাসা তো কোন না কোন স্বার্থেই হয়ে থাকে। তাই নিঃস্বার্থ আল্লাহই মানুষের প্রকৃত বন্ধু। তিনি বান্দার উপকারের জন্যই বান্দাকে কাছে নিতে চান। যাতে শুধু বান্দারই উপকার। এ সত্যটি বুঝলে তা আপনাকে মাখলুকের কাছে আশা করা থেকে বিরত রাখবে।

৭. অধিকাংশ মানুষ আপনাকে নিয়ে তাদের প্রয়োজন পূরণ করতে চাইবে। যদিও তা আপনার জন্য ক্ষতিকর হয়। কারণ প্রয়োজনগ্রস্থ ব্যক্তি প্রয়োজন পূরণ করা ছাড়া আর কিছুই বুঝে না।

৮. আপনি কোন ভয়, ক্ষুধা ও রোগে আক্রান্ত হলে সৃষ্টিকুল আল্লাহর অনুমোদন ছাড়া তা প্রতিহত করতে পারে না। আর তারা নিজের কোন স্বার্থ ছাড়া তা দূর করার ইচ্ছাও করবে না।

৯. সৃষ্টি যেহেতু আল্লাহর অনুমোদন ছাড়া আপনার কোনই কল্যাণ-অকল্যাণ করতে পারে না তাই আপনার আশা-ভরসা আল্লাহর সাথেই সংযুক্ত করুন।

আপনি নিজেই নিজের কল্যাণ-অকল্যাণ যথোচিতভাবে বুঝেন না। তাহলে কিভাবে অপর কোন সৃষ্টি আপনার কল্যাণ-অকল্যাণ বুঝবে। আল্লাহ সবই জানেন আর তিনি সক্ষমও বটে। তিনি আপনাকে তাঁর বিরাট অনুগ্রহ দান করতে সক্ষম। তাই একমাত্র তাঁরই ইবাদত ও আনুগত্য করা উচিত নয় কি?

প্রশ্নঃ শুধুমাত্র তাওহীদ আর রুবুবিয়্যাহ ও তাওহীদ আল আসমা ওয়াস সিফাতের স্বীকৃতি যথেষ্ট নয়, তার প্রমাণ কি?

উত্তরঃ প্রথম দুই শ্রেণীর তাওহীদের (তাওহীদ আর রুবুবিয়্যাহ এবং তাওহীদ আল আসমা ওয়াস সিফাত) ব্যাপক গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা থাকলেও শুধুমাত্র সেগুলির উপর দৃঢ় বিশ্বাসই তাওহীদের ইসলামী প্রয়োজনীয়তা পূরণে যথেষ্ট নয়। ইসলামী মতে তাওহীদকে পরিপূর্ণতা দেয়ার জন্য তাওহীদ আর রুবুবিয়্যাহ এবং তাওহীদ আল আসমা

ওয়াস সিফাত অবশ্যই এদের পরিপূরক তাওহীদ আল উলুহিয়্যাহ বা ইবাদাহর সঙ্গে সম্পৃক্ত হতে হবে। কুরআনে আল্লাহ তা'আলা রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পৌত্তলিকদের উদ্দেশ্য করে বলতে বলেছেন-

قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ والْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُوْلُوْنَ اللهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُوْنَ

অর্থঃ (হে নাবী) বলুন, কে তোমাদেরকে আকাশ ও পৃথিবী হতে জীবনোপকরণ সরবরাহ করে অথবা শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি কার কর্তৃত্বাধীন, কে জীবিতকে মৃত হতে নির্গত করে এবং কে মৃতকে জীবিত হতে নির্গত করে এবং কে সকল বিষয় নিয়ন্ত্রণ করে? তখন তারা বলবে, 'আল্লাহ'। (সূরা ইউনুস ১০ ঃ ৩১)

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন-

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَّنْ نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُوْلُنَّ اللهُ

অর্থঃ আর যদি তুমি তাদেরকে জিজ্ঞাসা কর, ভুমি মৃত হবার পর আকাশ হতে বারি বর্ষণ করে কে তাকে সঞ্জীবিত করেন? তারা অবশ্যই বলবে, 'আল্লাহ'।

(সূরা আনকাবুত ২৯ ঃ ৬৩)

মক্কাবাসীদের তাওহীদ সম্পর্কে স্বীকারোক্তি এবং আল্লাহ সম্পর্কে জ্ঞান থাকা সত্বেও একমাত্র আল্লাহর ইবাদতের পাশপাশি তারা অন্যান্য দেবদেবীর উপাসনা করার কারণে আল্লাহ তাদেরকে নাস্তিক (কাফির) এবং পৌত্তলিক (মুশরিক) হিসাবে ঘোষণা করেছেন। অতএব, তাওহীদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক 'তাওহীদ আল-ইবাদাহ' অর্থাৎ আল্লাহর ইবাদতে এককত্ব বজায় রাখা আবশ্যক।

প্রশ্নঃ নাবী-রসূলরা কোন তাওহীদের দিকে নিজ নিজ জাতিকে আহ্বান করেছিলেন?

উত্তরঃ সকল নাবী-রসূলগণ নিজ নিজ জাতিকে তাওহীদুল উলুহিয়্যাহ তথা আল্লাহকে একক ইলাহ হিসেবে গ্রহণ করার জন্য আহ্বান করেছিলেন।

সে সম্পর্কে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন-

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ إِلَّا نُوْحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُوْنِ

অর্থঃ আমি তোমার পূর্বে এমন কোন রসূল পাঠাইনি তার কাছে এই অহী ছাড়া যে, আমি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই সুতরাং আমারই ইবাদত করো। (সূরা আম্বিয়া **২১ ঃ ২৫**)

সুতরাং সকল নাবী-রসূলগণের আহ্বানের কালিমা ছিল একটাই- **لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ** আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। তাদের প্রধান দাওয়াত ছিল তাগুত তথা সকল বাতিল মা'বুদের ইবাদতকে বর্জন করে একমাত্র ইবাদতযোগ্য 'ইলাহ' আল্লাহর ইবাদত করা। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন-

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُوْلًا أَنِ اعْبُدُوْا اللهَ وَاجْتَنِبُوْا الطَّاغُوْتَ

অর্থঃ আমি প্রত্যেক জাতির নিকট রসূল প্রেরণ করেছি এই দায়িত্ব যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত করবে এবং সকল প্রকার তাগুতকে বর্জন করবে। (সূরা নাহল **১৬ ঃ ৩৬**)

তাওহীদের শর্তাবলী

প্রশ্নঃ শর্ত কাকে বলে?

উত্তরঃ শর্ত এমন একটি বিষয়, যার অনুপস্থিতিতে অন্যের অনুপস্থিতি অপরিহার্য এবং যার অস্তিত্বে অন্যের অস্তিত্ব অপরিহার্য নয়। আরবীতে একটি মূলনীতি হলো- শর্ত বাতিল হলে 'মাশরুত্ব' ও বাতিল। যেমন- সলাতের একটি শর্ত হচ্ছে ওজু বা তায়াম্মুমের মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জন করা। এখন কেউ যদি ওজু না করেই সলাতে দাঁড়িয়ে যায় তাহলে তার সলাত কবুল হবে না এজন্য যে, সে সলাতের অপরিহার্য একটি শর্ত পূরণ করে নাই। শর্ত হচ্ছে কোন জিনিসের বাইরের বিষয় যা মাশরূত্বকে শুরু করার পূর্বেই পূরণ করতে হয়।

প্রশ্নঃ তাওহীদের শর্তাবলী পূরণ করা কেন জরুরী?

উত্তরঃ তাওহীদের বেশ কিছু শর্ত রয়েছে। এগুলোর গুরুত্ব অপরিসীম। এ সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা এবং তাওহীদের শর্তগুলো পূরণ করা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য ওয়াজিব। এটা এজন্য যে, কারো মাঝে তাওহীদের কোনো শর্ত না পাওয়া গেলে তার মধ্যে ঈমান ও ইসলামের মূলই পাওয়া গেল না বলে বিবেচিত হবে। যেমন- সলাত সহীহ হওয়ার শর্তাবলীর মধ্যে যদি কোনো একটি শর্ত যেমন কিবলামুখী হওয়া অথবা ছতর ঢাকা ইত্যাদি না পাওয়া যায় তাহলে সলাত বাতিল বলে গণ্য হবে। শর্ত যেহেতু বাইরের বিষয় এবং মাশরূতটি শুরু করার পূর্বেই তা পূরণ করতে হয় সেহেতু কোন ব্যক্তি

নিজেকে মুসলিম দাবী করলে তাকে অবশ্যই তাওহীদের শর্তাবলী নিজের মধ্যে পূরণ করতে হবে।

প্রশ্নঃ তাওহীদের শর্ত কয়টি ও কি কি?

উত্তরঃ তাওহীদের শর্ত ৭টি। যথাঃ-

প্রথম শর্ত ঃ العلم বা জ্ঞান। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন–

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ

অর্থঃ তুমি জেনে রাখো, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। (সূরা মুহাম্মদ ৪৭ ঃ ১৯)

এটা এজন্য যে, আল্লাহ এক এবং একমাত্র তিনিই ইবাদতের হকদার- এ কথা না জানা, বান্দার ইসলাম গ্রহণযোগ্য হওয়ার পথে বিরাট অন্তরায়। এ কারণেই (তাওহীদের) ইলম বা জ্ঞানকে বান্দার ইসলাম কবুলের জন্য শর্ত নির্ধারণ করা হয়েছে। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

عَنْ عُثْمَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ

অর্থঃ উসমান (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, 'আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই' এ কথা জানা অবস্থায় যে ব্যক্তি মৃত্যু বরণ করলো সে জান্নাতে যাবে।[১]

এই হাদীসে 'আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই' এই কথা জানতে বলা হয়েছে।

আল্লামা আবুল মুজাফফর 'ইফছাহ' নামক গ্রন্থে বলেছেন, لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ এর স্বাক্ষ্য দানের দাবী হচ্ছে, স্বাক্ষ্যদানকারীর অবশ্যই لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ (আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই) সম্পর্কে সুস্পষ্ট জ্ঞান থাকতে হবে। যেমনটি আয়াতে বলা হয়েছে।

তিনি আরো বলেন, "আরবী গ্রামারের দৃষ্টিতে إِلَّا শব্দের পরে আল্লাহ শব্দের পেশ হওয়ার দ্বারা এটাই বুঝানো হয়েছে যে, উলুহিয়্যাত (ইলাহ হওয়ার যোগ্যতা) একমাত্র আল্লাহর জন্যই নির্দিষ্ট। অতএব আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ছাড়া অন্য কেউ উলুহিয়্যাতের হকদার হতে পারে না। তিনি বলেন, এখানে সারকথা হচ্ছে, 'তাগুতকে

---

[১] সহীহ মুসলিম ৪৩, ই.ফা.বা হাঃ ৪৩, ই.সে হাঃ ৪৪; মুসনাদে আহমাদ ৪৯৮।

অস্বীকার করা এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান পোষণ করা’ উভয় বিষয়ই যে এ কালিমার অন্তর্ভূক্ত এ কথাটি জেনে নেয়া।”[১]

শায়খ আব্দুল্লাহ বিন আবদুর রহমান আবা বাতিন (রহঃ) বলেন, আল্লাহ তা’আলা বলেছেন-

هٰذَا بَلاَ غٌ لِّلنَّاسِ وَلِيُنْذَرُوْا بِهِ وَلِيَعْلَمُوْا أَنَّمَا هُوَ إِلٰهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُوْلُوْا الْأَلْبَابِ

অর্থঃ বস্তুত সকল মানুষের জন্য এটা একটা পয়গাম। আর এটা পাঠানো হয়েছে এ জন্য যে, এর দ্বারা তাদেরকে সাবধান করা হবে এবং তারা জেনে নিবে যে, প্রকৃতপক্ষে ইলাহ শুধু একজনই, আর বুদ্ধিমান লোকেরা যেন চিন্তা-ভাবনা করে। (সূরা ইবরাহীম ১৪ ঃ ৫২)

উপরোক্ত আয়াতে وَلِيَقُوْلُوْا أَنَّمَا هُوَ إِلٰهٌ وَاحِدٌ (যাতে তারা বলে, প্রকৃত পক্ষে ইলাহ একজনই) বলা হয়নি। বরং বলা হয়েছে (যাতে তারা জানে)। কেননা ঈমান কবুল হওয়ার জন্য ঈমানের মূল কথার জ্ঞান থাকা জরুরী। বলা বা না বলা তার পরের হিসাব। আল্লাহ তা’আলা আরো বলেছেন- مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ

অর্থঃ যারা জেনে শুনে সত্যের স্বাক্ষ্য দিয়েছে। (সূরা যুখরূফ ৪৩ ঃ ৮৬)

অর্থাৎ তারা অন্তরে যা জানে মুখে তাই স্বাক্ষ্য দিয়েছে। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই” এ কথা জানা অবস্থায় যে মৃত্যুবরণ করেছে সে জান্নাতে যাবে।

এসব আয়াত ও হাদীস দ্বারা ওলামায়ে কেরাম এটাই প্রমাণ করেছেন যে, মানুষের ওপরে সর্বপ্রথম ওয়াজিব হচ্ছে আল্লাহকে জানা। উপরোক্ত আয়াত দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে, সবচেয়ে বড় ফরজ হচ্ছে “অর্থ সহ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ এর জ্ঞান অর্জন” আর সবচেয়ে বড় মূর্খতা হচ্ছে “অর্থসহ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ এর জ্ঞান না থাকা”। অতএব, অর্থসহ কালিমার জ্ঞান লাভ যেমনিভাবে সবচেয়ে বড় ওয়াজিব, তেমনিভাবে কালিমার অর্থ সম্পর্কে অজ্ঞতা হচ্ছে সবচেয়ে বড় মূর্খতা।

শায়খ মুহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহহাব (রহঃ) বলেছেন, অর্থ জানা ব্যতীত এবং কালিমা لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ এর দাবী মোতাবেক কর্ম সম্পাদন ব্যতীত শুধুমাত্র শাব্দিক স্বাক্ষ্য প্রদানকারী ব্যক্তি মুসলিম হতে পারে না। এ কারণেই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা’আলা

[১] আদ দারু সুন্নাহ।

মুনাফিকদের কর্ম ও দাবীর ব্যাপারে তাদের মৌখিক স্বাক্ষ্য প্রদানকে মিথ্যা বলে আখ্যায়িত করেছেন। অথচ স্বাক্ষ্য প্রদানের ক্ষেত্রে বাক্যের মধ্যে তারা কয়েক ধরণের " **تاكيد** " ব্যবহার করেছেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন-

إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُوْنَ قَالُوْا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُوْلُ اللهِ وَاللهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُوْلُهُ وَاللهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ لَكَاذِبُوْنَ

অর্থঃ যখন মুনাফিকরা আপনার কাছে আসে তখন তারা বলে, আমরা স্বাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি অবশ্যই আল্লাহর রসূল। আর আল্লাহ জানেন যে, আপনি অবশ্যই তাঁর রসূল। আর আল্লাহ স্বাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, মুনাফিকরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী।

(সূরা মুনাফিকুন ৬৩ ঃ ১)

মুনাফিকরা তাদের মৌখিক স্বাক্ষ্যকে আরবি গ্রামারের দৃষ্টিকোন থেকে তিনটি **إِنَّ** (নিশ্চয়ই) **لام** (অবশ্যই) এবং **جملة اسمية** (বিশেষ্য প্রধান বাক্য) এর মাধ্যমে তাগিদ (emphasis) ব্যবহার করেছে। আল্লাহ তা'আলাও তাদের স্বাক্ষ্যকে বাক্যের মধ্যে হুবহু তাগিদ (emphasis) দিয়ে মিথ্যা আখ্যায়িত করেছেন। এ তথ্যের মাধ্যমে আপনাকে অবশ্যই জানতে হবে যে, ঈমান নামটির মধ্যে অবশ্যই আন্তরিক স্বীকৃতি এবং তদানুযায়ী আমল (কর্ম) পাওয়া যেতে হবে।

যে ব্যক্তি **لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ** এর স্বাক্ষ্য দিলো আবার গায়রুল্লাহর (আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর) ইবাদত করল, তার এ স্বাক্ষ্যের কোনো মূল্য নেই, যদিও সে সলাত পড়ে, সওম রাখে এবং ইসলামের কিছু কাজ কর্ম করে। কারণ তার ঈমানের মূল শর্তই পূরণ হয়নি।

দ্বিতীয় শর্ত ঃ اليقين ইয়াকীন বা দৃঢ় বিশ্বাস।

তাওহীদ অর্থাৎ আল্লাহর একাত্ববাদ জানার পর এবং **لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ** এর অর্থ জানার পর এই কালিমার প্রতি বান্দার দৃঢ় বিশ্বাস থাকতে হবে। সাথে সাথে সব ধরণের ইবাদত একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যেই নিবেদন করতে হবে এ কথার প্রতি তার দৃঢ় বিশ্বাস থাকতে হবে। এবং তার অন্তরে কোনো ধরণের দ্বিধা ও সন্দেহ থাকতে পারবে না।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন-

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللهِ وَرَسُوْلِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوْا

অর্থঃ প্রকৃতপক্ষে মুমিন তো তারাই, যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান এনেছে, অতঃপর কোন সন্দেহ পোষণ করেনি। (সূরা হুজরাত ৪৯ ঃ ১৫)

হাদীসে ইরশাদ হয়েছে-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.... قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللّٰهِ لَا يَلْقَى اللّٰهَ بِهِمَا عَبْدٌ غَيْرَ شَاكٍّ فِيْهِمَا إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ

অর্থঃ আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, ‘যে বান্দা স্বাক্ষ্য দেয়, আল্লাহর ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং আমি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রসূল’ আর এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ পোষণ না করা অবস্থায় আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করে (মৃত্যু বরণ করে), সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।[১]

তৃতীয় শর্ত ঃ القبول কবুল বা গ্রহণ করা।

তাওহীদ জানার পর **لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ** এর অর্থ জানা এবং তার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করার পর কালিমাকে মনে প্রাণে গ্রহণ করতে হবে। অর্থাৎ জীবনের সকল ক্ষেত্রে তাওহীদকে কবুল করতে হবে। কোন ক্ষেত্রেই তা প্রত্যাখ্যান করা যাবে না। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা’আলা ইরশাদ করেন-

إِنَّهُمْ كَانُوْا إِذَا قِيْلَ لَهُمْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ يَسْتَكْبِرُوْنَ وَيَقُوْلُوْنَ أَئِنَّا لَتَارِكُوْا اٰلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَّجْنُوْنٍ

অর্থঃ এসব লোকেরা এমন ছিল যে, তাদেরকে যখন বলা হতো; ‘আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই’ তখন তারা অহংকারে ফেটে পড়তো। আর তারা বলতো; আমরা এক পাগল কবির কথায় নিজেদের মা’বুদগুলোকে পরিত্যাগ করবো?

(সূরা সাফফাত ৩৭ ঃ ৩৫-৩৬)

অর্থাৎ অহংকার বশত তারা তাওহীদের স্বীকৃতি দিতে অস্বীকার করতো। সুতরাং কেউ যদি তাওহীদ সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে জানার পরে গ্রহণ না করে তার অবস্থা হবে উপরোক্ত আয়াতে বর্ণিত মুশরিকদের মত। অর্থাৎ সে মুসলিম হিসেবে গণ্য হবে না।

---

[১] সহীহ মুসলিম ৪৪, ই.ফা.বা হাঃ ৪৫, ই.সে হাঃ ৪৬।

চতুর্থ শর্ত ঃ الإنقياد **ইনকিয়াদ বা সমর্পণ করা।**

তাওহীদ জানার পর, **لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ** এর অর্থ, এর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন, প্রকাশ্যে কালিমা গ্রহণ করার পর অবশ্যই **لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ** এর কাছে নিজেকে সমর্পন করতে হবে। এ সমর্পন হবে সকল তাগুতের সাথে কুফরী করার মাধ্যমে, তাগুত থেকে নিজেকে মুক্ত করার মাধ্যমে এবং আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার মাধ্যমে।

আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেছেন-

فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُوْنَ حَتَّى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوْا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا

অর্থঃ না, (হে মুহাম্মদ) তোমার রবের কসম, তারা কিছুতেই ঈমানদার হতে পারবে না, যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে ন্যায়বিচারক হিসেবে মেনে নিবে। অতঃপর তুমি যা ফায়সালা করবে সে ব্যাপারে তারা নিজেদের মনে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করবে না বরং ফায়সালার সামনে নিজেদেরকে সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ করবে। (সূরা নিসা ৪ ঃ ৬৫)

এই আয়াতের দ্বারা বুঝা গেল ঈমানের একটি অন্যতম দাবী হলো নিজেকে একমাত্র আল্লাহর হুকুমের সামনে সমর্পণ করা।

আল্লামা আবদুর রহমান বিন হাসান আল শায়খ (রহঃ) বলেছেন, ইসলামের অর্থ হচ্ছে আল্লাহর একত্ব মেনে নেয়ার মাধ্যমে আল্লাহর কাছে নিজেকে সমর্পণ ও সোপর্দ করা, একমাত্র আল্লাহর রুবুবিয়্যাত ও উলুহিয়্যাতের কাছে আত্মসমর্পন করা (আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর রুবুবিয়্যাত ও উলুহিয়্যাতকে অস্বীকার করা)। যেমনটি আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেছেন-

فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْ بِاللهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا

অর্থঃ যে ব্যক্তি তাগুতকে (আল্লাহ বিরোধী সব কিছুকে) অস্বীকার করবে আর আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে, সে এমন এক সুদৃঢ় ও মজবুত অবলম্বনকে আঁকড়ে ধরলো, যা কখনো ছিড়ে যাবে না। (সূরা বাকারাহ ২ ঃ ২৫৬)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন-

إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلّٰهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوْا إِلَّا إِيَّاهُ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ وَلٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ

অর্থঃ বস্তুত সার্বভৌমত্বের ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর। তিনি নির্দেশ দিয়েছেন, স্বয়ং তাকে ছাড়া তোমরা কারো দাসত্ব ও বন্দেগী বরবে না। এটাই সঠিক ও খাটি জীবন বিধান। কিন্তু অধিকাংশ লোকই তা জানে না।[১] (সূরা ইউসুফ ১২ ঃ ৪০)

পঞ্চম শর্ত ঃ الصدق ছিদ্‌ক বা সত্যতা।

তাওহীদ তথা **لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ** এর অর্থ জানার পর, এর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস, তা মনে প্রাণে কবুল করা, এর প্রতি নিজেকে সমর্পণ করার পর অবশ্যই বান্দাকে কালিমার ক্ষেত্রে স্বীয় সত্যতাকে প্রমাণ করতে হবে। হাদীসে ইরশাদ হয়েছে-

عَنْ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ عَبْدٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا حَرَّمَهُ اللّٰهُ عَلَى النَّارِ

অর্থঃ আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তিই সত্যনিষ্ঠ অন্তরে স্বাক্ষ্য দিবে যে আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রসূল, আল্লাহ তার জন্য জাহান্নামের আগুন হারাম করে দিবেন।[২]

যে ব্যক্তি এ কালিমা শুধু মুখে উচ্চারণ করবে কিন্তু এ কালিমা দ্বারা যা বুঝানো হয় তা যদি অন্তরে অস্বীকার করে তবে সে নাজাত (মুক্তি) লাভ করতে পারবে না, যেমনটি আল্লাহর বর্ণনা অনুযায়ী মুনাফিকরা লাভ করতে পারে নি। মুনাফিকরা শুধু মুখে বলেছিলো- **نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللّٰهِ** আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি, আপনি অবশ্যই আল্লাহর রসূল। এর জবাবে আল্লাহ তা’আলা বললেন-

وَاللّٰهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُوْلُهُ وَاللّٰهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ لَكَاذِبُوْنَ

অর্থঃ আল্লাহ তা’আলাও জানেন, আপনি অবশ্যই তাঁর রসূল। আর আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, মুনাফিকরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী। (সূরা মুনাফিকুন ৬৩ ঃ ১)

এমনিভাবে আল্লাহ তা’আলা অন্য আয়াতে তাদেরকে মিথ্যাবাদী বলে বর্ণনা করেছেন-

---

[১] আদ দুরার আস সানিয়াহ কিতাবুত তাওহীদ, ২/২৬৪ পৃষ্ঠা।

[২] সহীহ মুসলিম ৫৪, ই.ফা.বা হাঃ ৫৫, ই.সে হাঃ ৫৬।

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُوْلُ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ

অর্থঃ আর মানুষের মধ্যে এমন কিছু লোক রয়েছে যারা বলে আমরা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান এনেছি, অথচ প্রকৃতপক্ষে তারা ঈমানদার নয়।

(সূরা বাকারাহ ২ ঃ ৮)

উপরোক্ত আয়াতগুলো দ্বারা স্বষ্ট হয়ে গেল যে, ঈমান কবুল হওয়ার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হচ্ছে অন্তরের সত্যায়ন। অন্তরের সত্যতা ছাড়া কোন ব্যক্তি মুমিন হতে পারবে না।

তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শর্তের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে এই যে, **তৃতীয় শর্ত** (কবুল) কথার মধ্যে, আর **চতুর্থ শর্ত** (ইনকিয়াদ) হচ্ছে কর্মের মধ্যে আর **পঞ্চম শর্ত** (সত্যতা) হচ্ছে অন্তরের মধ্যে।

ষষ্ঠ শর্ত ঃ الإخلاص ইখলাস বা একনিষ্ঠতা।

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ এর অর্থ, এর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস, অন্তর দিয়ে তা গ্রহণ, এর কাছে নিজেকে সমর্পণ এবং ঈমানের সত্যতা যাচাই এর পর বান্দাকে অবশ্যই কালিমার ব্যাপারে মুখলিস বা একনিষ্ঠ হতে হবে। আর ইখলাস হচ্ছে, বান্দার ইবাদত একমাত্র আল্লাহর জন্যই নিবেদিত হওয়া, গায়রুল্লাহর জন্য ইবাদতের বিন্দুমাত্র অংশও নিবেদিত না হওয়া। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন-

وَمَا أُمِرُوْا إِلَّا لِيَعْبُدُوْا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ حُنَفَاءَ

অর্থঃ তাদেরকে এ ছাড়া কোন নির্দেশ দেয়া হয়নি যে, তারা খাঁটি মনে, একনিষ্ঠভাবে একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করবে। (সূরা বাইয়্যিনাহ ৯৮ ঃ ৫)

ইখলাসের মধ্যে এটাও অন্তর্ভুক্ত যে, বান্দা এ কালিমা কোনো ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে কিংবা কোনো ব্যক্তির সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে বলবেও না আকড়েও ধরবে না। সুতরাং ইখলাসও ঈমান তথা তাওহীদ কবুল হওয়ার জন্য একটি অন্যতম শর্ত।

সপ্তম শর্ত ঃ المحبة মুহাব্বাত বা ভালবাসা।

তাওহীদ জানার পর لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ এর অর্থ, এর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস, অন্তর দিয়ে তা গ্রহণ, এর কাছে নিজেকে সমর্পণ, ঈমানের সত্যতার যাচাই, কালিমার ব্যাপারে একনিষ্ঠ হওয়ার পর বান্দাকে অবশ্যই কালিমাকে মুহাব্বাত করতে হবে। অন্তর দিয়ে কালিমাকে

মুহাব্বাত করতে হবে, আর মুখে কালিমার প্রতি মুহাব্বাতকে প্রকাশ করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন-

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُوْنِ اللهِ أَنْدَادًا يُحِبُّوْنَهُمْ كَحُبِّ اللهِ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا أَشَدُّ حُبًّا لِلّٰهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا وَأَنَّ اللهَ شَدِيْدُ الْعَذَابِ

অর্থঃ আর মানুষের মধ্যে এমন লোকও রয়েছে যারা আল্লাহ ব্যতীত অন্যান্য ইলাহদের আল্লাহর সমকক্ষরূপে সাব্যস্ত করে এবং তাদের প্রতি তেমনি মুহাব্বাত বা ভালবাসা পোষণ করে, যেমন ভালবাসা উচিৎ একমাত্র আল্লাহকে। কিন্তু যারা ঈমানদার আল্লাহর প্রতি তাদের ভালাবাসা সবচেয়ে বেশী। আর কতইনা ভাল হতো যদি এ যালিমরা পার্থিব কোনো আযাব প্রত্যক্ষ করে অনুধাবন করে নিতো যে, যাবতীয় ক্ষমতা শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য এবং শাস্তি প্রদানের ব্যাপারে আল্লাহ অত্যন্ত কঠোর। (সূরা বাকারাহ ২ ঃ ১৬৫)

কালিমার এই সাতটি শর্তের ব্যাপারে শায়খ সুলাইমান বিন সামহান (রহঃ) বলেন, 'একজন মানুষের মধ্যে যখনই এ শর্তগুলোর সামাবেশ ঘটবে এবং এর জ্ঞান, আমল ও ধ্যান ধারণার মধ্যে সমন্বয় ঘটিয়ে এ কালিমাকে উচ্চারণ করবে, সাথে সাথে শায়খুল ইসলাম মুহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহহাব (রহঃ) এর উল্লেখকৃত, ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক দশটি বিষয় থেকে সে মুক্ত থাকবে, তখনই তার ইসলাম সঠিক বলে বিবেচিত হবে। কারণ এগুলোই হচ্ছে কালিমার মূল।'[১]

আল্লামা শায়খ আবদুর রহমান বিন হাসান আল শায়খ (রহঃ) বলেন, অধিকাংশ লোকই **لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ** এর অর্থ সম্পর্কে অজ্ঞ। তাদের অবস্থা এই যে, যদি মুখে কালিমার কথা উচ্চারণ করে, তাহলে অর্থের দিকটা অস্বীকার করে। তাই এই সাতটি বিষয়ে খুবই সতর্ক থাকতে হবে। এ সাতটি বিষয়ের সমাবেশ ব্যতীত একজন বান্দা কুফরী ও মুনাফিকী থেকে মুক্ত থাকতে পারে না। একজন বান্দার মধ্যে সাতটি বিষয়ের সমাহার এবং তদানুযায়ী আমল করার মাধ্যমেই সত্যিকারের মুসলিম হওয়া সম্ভব। তাই জ্ঞান, আমল, বিশ্বাস, গ্রহণ, মুহাব্বাত ও আনুগত্যের দিক থেকে বান্দার অন্তর ও জবানের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকতে হবে।

অতএব, একজন মুসলিমের জ্ঞান এমন হতে হবে, যেখানে মুর্খতার অবকাশ নেই। তার ইখলাস হবে শিরক মুক্ত, সত্যতা হবে মিথ্যাচার মুক্ত, তার চরিত্র হতে হবে শিরক এবং নিফাক মুক্ত। তার বিশ্বাস হতে হবে সন্দেহ ও সংশয়মুক্ত। সে কালিমা উচ্চারণ করবে এবং তার মনে কালিমা দ্বারা যা বুঝায় তার ব্যাপারে এবং এর দাবীগুলোর ব্যাপারে

[১] আদ দুরার আস সানিয়া কিতাবুত তাওহীদ।

কোনো প্রকার সংশয় থাকবে না। তার মনে থাকবে সেই ভালবাসা, যার মধ্যে থাকবে না কোনো অস্বীকৃতি। সেই আরব মুশরিকদের মতো তার অবস্থা হবে না যারা কালিমার অর্থ বুঝতো অথচ তা গ্রহণ করেনি। একজন মুসলিমের মধ্যে থাকা চাই সেই আনুগত্য, যার মধ্যে থাকবে না শিরকের অস্তিত্ব। কালিমার এসব দাবী ও অপরিহার্য বিষয়গুলোর মাধ্যমেই বান্দার ইসলাম ও ঈমান পরিশুদ্ধ হয়।

উল্লেখিত বিষয়গুলোর প্রতিফলন যথার্থভাবে যার জীবনে ঘটবে, সে لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ এর তাৎপর্য শিক্ষার ক্ষেত্রে তার কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনে সক্ষম হবে। সাথে সাথে সে তার জ্ঞান, প্রজ্ঞা, ভাল-মন্দের বিচার বুদ্ধি, হিদায়াত ও স্থিরতার সাহায্যে তার দ্বীনকে উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে।

প্রশ্নঃ তাওহীদ সম্পর্কে কেন জানতে হবে? এ ব্যাপারে বর্তমানে অধিকাংশ লোকের অবস্থা কি?

উত্তরঃ ইসলামে প্রবেশের একটি মাত্র কালিমা لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ এই কালিমাকে কালিমা তাইয়্যেবা বা কালিমাতুত তাওহীদ বলে। এ কালিমা সম্পর্কে জানার জন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা নির্দেশ করেছেন-

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ

অর্থঃ তুমি জেনে রাখো, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। (সূরা মুহাম্মদ ৪৭ ঃ ১৯)

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

عَنْ عُثْمَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ

অর্থঃ উসমান (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, 'আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই' এ কথা জানা অবস্থায় যে ব্যক্তি মৃত্যু বরণ করলো সে জান্নাতে যাবে।[১]

আল্লামা শায়খ আবদুর রহমান বিন হাসান আল শায়খ (রহঃ) বলেছেন, لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ এর অর্থসহ সেই ইলমে ইয়াকিনী বা নিশ্চিত জ্ঞান লাভ করা যা 'নাফী ইসবাত' (কি অস্বীকার করা হয় আর কি সাব্যস্ত করা হয় তা) সহ জানা আল্লাহ তা'আলা ওয়াজিব

[১] সহীহ মুসলিম ৪৩, ই.ফা.বা হাঃ ৪৩, ই.সে হাঃ ৪৪; মুসনাদে আহমাদ ৪৯৮।

করে দিয়েছেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আরো বলেছেন, যারা জেনে শুনে সত্যের সাক্ষ্য দিবে তাদের কথা ভিন্ন।

শায়খ মুহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহহাব (রহঃ) বলেছেন, "অর্থ জানা ব্যতীত এবং কালিমা لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ এর দাবী মোতাবেক কর্ম সম্পাদন ব্যতীত শুধুমাত্র শাব্দিক সাক্ষ্য প্রদানকারী ব্যক্তি মুসলিম হতে পারে না। বরং এ মৌখিক সাক্ষ্য আদম সন্তানের বিরুদ্ধে একটি দলিল হিসেবে বিবেচিত হবে।" তিনি আরো বলেন, "আপনি জেনে রাখুন (আল্লাহ আপনার প্রতি রহম করুন) যে, সলাত, সওম ফরয কিন্তু এরও আগের ফরয হচ্ছে لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ এর সাক্ষ্য দানের বিষয়টি জেনে নেয়া। অতএব সলাত-সওম গবেষণার অপরিহার্যতার চেয়ে বান্দার জন্য অধিকতর অপরিহার্য বিষয় হচ্ছে لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ এর অর্থ নিয়ে গবেষণা করা।

এ কালিমা সম্পর্কে জানা অপরিহার্য এজন্য যে, "আল্লাহ এক এবং তিনিই একমাত্র ইবাদতের যোগ্য হকদার" এটা না জানলে কোন ব্যক্তির ইসলামে প্রবেশ গ্রহণযোগ্য নয়। এ জন্যই তাওহীদের ইলমকে বান্দার ইসলাম কবুলের শর্তরূপে নির্ধারণ করা হয়েছে।

অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে বর্তমানে অধিকাংশ মানুষ এ কালিমা সম্পর্কে অজ্ঞ, একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা যার প্রতি করুণা করেছেন, আর শিরক থেকে রক্ষা করেছেন, সে ছাড়া অধিকাংশ লোকের মধ্যেই কতিপয় শিরক লুকায়িত আছে বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। অধিকাংশ লোকের অবস্থা হচ্ছে তারা জানে না এ কালিমার অর্থ কি, কি এর গুরুত্ব ও মর্যাদা, এ কালিমার দাবীই বা কি, এ কালিমার সাক্ষ্য দানের মাধ্যমে কি তারা স্বীকার করে নিয়েছে আর কি অস্বীকার করছে। তারা দাবী করছে আমরা মুসলিম আমরা আল্লাহ ছাড়া আর কারো ইবাদত করি না অথচ তারা বাস্তবিকভাবে আল্লাহর পাশাপাশি অন্য অনেক কিছুর ইবাদত করছে।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন-

وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللهِ إِلَّا وَهُمْ مُّشْرِكُوْنَ

অর্থঃ বেশীর ভাগ লোক ঈমান আনা সত্ত্বেও মুশরিক। (সূরা ইউসুফ ১২ ঃ ১০৬)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন-

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُوْلُ اٰمَنَّا بِاللهِ وَبِالْيَوْمِ الاٰخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ

অর্থঃ আর মানুষের মধ্যে কিছু লোক এমনও আছে, যারা বলে, আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর প্রতি এবং আখিরাত দিবসের প্রতি, অথচ তারা মুমিন নয়।

(সূরা বাকারাহ ২ ঃ ৮)

বর্তমান যুগে এ আয়াতদ্বয়ের বাস্তবতায় আমরা দেখছি অধিকাংশ মানুষ মুখে ঈমানের দাবী করা সত্বেও কর্মক্ষেত্রে তারা আল্লাহর সাথে শিরক করছে।

তাওহীদের রুকন

প্রশ্নঃ রুকন কাকে বলে? তাওহীদের রুকনের গুরুত্ব কি?

উত্তরঃ রুকন হচ্ছে এমন বিষয়, যার অনুপস্থিতিতে অন্য একটি বিষয়ের অনুপস্থিতি অপরিহার্য হয়ে উঠে। রুকন অবশ্যই মূল বিষয়টির অন্তর্গত হওয়া চাই। যেহেতু রুকন কোন জিনিসের আভ্যন্তরীণ বা ভেতরের বিষয়, সেহেতু ঐ জিনিসটি শুদ্ধ হওয়ার বিষয়টি এর উপর নির্ভরশীল। অতএব কোন জিনিসের রুকন ব্যতীত তা সহীহ বা শুদ্ধ হয় না। রুকন কি জিনিস, এটা জানার পর আপনাকে অবশ্যই জানতে হবে যে, যে তাওহীদ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আপনার ওপর ওয়াজিব করে দিয়েছেন, সে তাওহীদেরও সলাতের মতোই রুকন আছে। সলাত যেমন তার রুকন- তাকবীরে তাহরিমা, রুকু, সিজদা, শেষ বৈঠক ইত্যাদি আদায় করা ব্যতীত শুদ্ধ হয় না, কোন ব্যক্তি যদি সলাতের কোন রুকন বাদ দেয় তাহলে তার সলাত যেমনভাবে বাতিল হয়ে যায়, তেমনি ভাবে কোন ব্যক্তি যদি তাওহীদের কোন একটি রুকন বাদ দেয়, তাহলে সে ব্যক্তিও আল্লাহর একত্বে বিশ্বাসী (মুওয়াহহিদ) ব্যক্তিতে পরিণত হতে পারবে না। এমতাবস্থায় কালিমা لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ তার কোন কাজে আসবে না, সে আর মুসলিম থাকবে না বরং সে কাফিরে পরিণত হয়ে যাবে।

বিঃ দ্রঃ রুকন এবং **শর্তের** মধ্যে পার্থক্য হলো, **রুকন** বলা হয় কোন জিনিসের ভিতরের মূল অংশকে। আর শর্ত বলা হয় কোন জিনিসের বাহিরের পূর্ব প্রয়োজনীয় বিষয়কে। যেমন- ওজু সলাতের জন্য শর্ত। যা সলাতের ভিতরের কোন অংশ নয় আর রুকু-সিজদা সলাতের রুকন। যা সলাতের ভিতরের অংশ।

প্রশ্নঃ তাওহীদের রুকন কয়টি ও কি কি? এবং তার প্রমাণ কি?

উত্তরঃ তাওহীদের রুকন দু'টি। যথাঃ-

১। কুফর বিত তাগুত বা তাগুতকে অস্বীকার করা।
২। ঈমান বিল্লাহ বা এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা।

এর প্রমাণ হচ্ছে, আল্লাহ তায়ালার নিম্নোক্ত বাণীঃ-

فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْ بِاللهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى لَا انْفِصَامَ لَهَا

অর্থঃ যে ব্যক্তি তাগুতকে অস্বীকার করলো এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনলো, সে এমন এক শক্ত রজ্জু আকড়ে ধরলো যা কখনো ছিড়ে যাবে না। (সূরা বাকারাহ ২ ঃ ২৫৬)

উপরোক্ত আয়াতে **فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ** হচ্ছে প্রথম রুকন, **وَيُؤْمِنْ بِاللهِ** হচ্ছে দ্বিতীয় রুকন এবং **بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى** শক্ত রজ্জু বলতে কালিমা **لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ** কে বুঝানো হয়েছে। আর এটাই মূলতঃ তাওহীদের কালিমা। তাগুতকে অস্বীকার করা এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা হচ্ছে এই দ্বীনের মূল ভিত্তি ও এর প্রধান মূলনীতি, এদিকেই সমস্ত নাবী রসূলরা আহবান করেছিলেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন-

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوْا اللهَ وَاجْتَنِبُوْا الطَّاغُوْتَ

অর্থঃ আমি প্রত্যেক জাতির নিকট রসূল প্রেরণ করেছি এই মর্মে যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত করবে এবং তাগুতকে বর্জন করবে। (সূরা নাহল ১৬ ঃ ৩৬)

প্রশ্নঃ তাওহীদ তথা لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ এর দাবী কি?

উত্তরঃ **لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ** এর দাবী বলতে এই কালিমার প্রতি ঈমানে অত্যাবশ্যকীয় দাবী ও করণীয় হুকুম আহকাম পালন করা এবং ঈমানের বিপরীতে যাবতীয় বিশ্বাস ও কর্ম বর্জন করাকে বুঝায়। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, বর্তমান মুসলিম সমাজ এ কালিমার দাবীসমূহ সম্পর্কে অজ্ঞ। আসুন আমরা জেনে নেই এ কালিমার অত্যাবশ্যকীয় দাবীসমূহ কি কি?

প্রশ্নঃ তাওহীদ তথা لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ এর দাবী কয়টি ও কি কি?

উত্তরঃ তাওহীদ তথা لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ এর দাবী ৫টি। যথাঃ-

১। যাবতীয় ইবাদত স্রেফ (শুধুমাত্র) আল্লাহর জন্য খালেস করা।

আল্লাহ তা'আলা বলেন-

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ

অর্থঃ তোমার রবের চূড়ান্ত ফায়সালা যে, তোমরা কেবল তাঁরই ইবাদত করবে।
(সূরা বানী ইসরাঈল ১৭ ঃ ২৩)

অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে-

وَمَا أُمِرُوْا إِلَّا لِيَعْبُدُوْا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ حُنَفَاءَ

অর্থঃ আর তাদেরকে এ ছাড়া আর কোন নির্দেশ দেয়া হয়নি যে, তারা শুধুমাত্র আল্লাহর ইবাদত করবে, দ্বীনকে একমাত্র আল্লাহর জন্য খালেস করবে। (সূরা বাইয়্যিনাহ ৯৮ ঃ ৫)

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন-

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللّٰهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّيْنَ

অর্থঃ আল্লাহর ইবাদত কর, দ্বীনকে একমাত্র তারই জন্য খালেস করে। সাবধান খালেস দ্বীনতো স্রেফ আল্লাহরই প্রাপ্য। (সূরা যুমার ৩৯ ঃ ২)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আরো বলেন-

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوْا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ

অর্থঃ হে মানব জাতি! তোমরা তোমাদের সেই রবের ইবাদত কর যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং সৃষ্টি করেছেন তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকেও। যাতে তোমরা মুত্তাক্বী হতে পার। (সূরা বাকারাহ ২ ঃ ২১)

২। যাবতীয় শিরক এবং তাগুতকে বর্জন করা।

উক্ত আহ্বানই ছিল সমস্ত নাবী-রসূলদের আহ্বান। আর এটাই কালিমার চূড়ান্ত দাবী। শিরক এবং তাগুতকে বর্জন করতে না পারলে ঈমানের দাবী কোন অবস্থাতেই আদায় হবে না বরং কালিমা পাঠকারীকে মুশরিক এবং কাফির হিসেবে বেঁচে থাকতে হবে, যার পরিণাম হিসেবে চিরস্থায়ী জাহান্নামে যেতে হবে। সমস্ত নাবী-রসূলদের আহ্বান সম্পর্কে মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন-

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوْا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوْا الطَّاغُوْتَ

অর্থঃ আমি প্রত্যেক উম্মাতের কাছেই এ মর্মে রসূল পাঠিয়েছি যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত করবে আর তাগুত থেকে নিরাপদ দূরে থাকবে। (সূরা নাহল ১৬ ঃ ৩৬)

শিরক থেকে সতর্ক করে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন-

وَلَقَدْ أُوْحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ

অর্থঃ তোমার প্রতি এবং তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি অবশ্যই এই অহী হয়েছে যে, তুমি আল্লাহর সাথে শরীক করলে তোমার আমল নিস্ফল হয়ে যাবে এবং অবশ্যই তুমি ক্ষতিগ্রস্থদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। (সূরা যুমার ৩৯ ঃ ৬৫)

শিরক মুক্তভাবে আল্লাহর ইবাদতের নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন-

وَاعْبُدُوْا اللهَ وَلاَ تُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا

অর্থঃ তোমরা আল্লাহর ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না। (সূরা নিসা ৪ ঃ ৩৬)

শিরক করলে জান্নাত হারাম এবং জাহান্নাম অবধারিত। আল্লাহ তা'আলা বলেন-

إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ

অর্থঃ কেউ আল্লাহর সাথে শরীক করলে অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা তার জন্য জান্নাত হারাম করে দিবেন এবং তার আশ্রয়স্থল হবে জাহান্নাম। (সূরা মায়িদা ৫ ঃ ৭২)

৩। আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের নির্দেশকে সকল কিছুর উর্দ্ধে অগ্রাধিকার দেয়া।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَيِ اللهِ وَرَسُوْلِهِ وَاتَّقُوْا اللهَ إِنَّ اللهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ

অর্থঃ হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের সামনে (কথা ও কাজে) অগ্রগামী হয়ো না। আর আল্লাহকে ভয় কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। (সূরা হুজরাত ৪৯ ঃ ১)

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন-

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضٰى اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِيْنًا

অর্থঃ কোন মুমিন পুরুষ এবং কোন মু'মিন নারীর এ অধিকার নেই যে আল্লাহ ও তাঁর রসূল যখন কোন বিষয়ে ফায়সালা করে দেন, সে বিষয়ে নিজেদের কোন ইখতিয়ার পেশ করবে, কেউ আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে অমান্য করলে সে তো প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত হয়। (সূরা আহযাব ৩৩ ঃ ৩৬)

অপর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন-

فَلَا وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوْا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيمًا

অর্থঃ অতএব না, তোমার রবের কসম, তারা কখনো ঈমানদার হতে পারবে না, যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে বিচারক বলে মনে করে। অতঃপর তোমার ফায়সালার ব্যাপারে তাদের নিজেদের মনে কোন রকম সংকীর্ণতা রাখবে না এবং সন্তুষ্টচিত্তে তা মেনে নেবে। (সূরা নিসা ৪ ঃ ৬৫)

৪। কোন ব্যক্তি বিশেষ বা দলের অন্ধ অনুসরণ না করা।

বিনা দলীলে (কুরআন ও সুন্নাহর বাইরে) কারো কোন কথা মানাকে অন্ধ অনুসরণ বলে। মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন-

اتَّبِعُوْا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَلاَ تَتَّبِعُوْا مِنْ دُوْنِهِ أَوْلِيَاءَ

অর্থঃ তোমরা তার অনুসরণ কর, যা তোমাদের রবের পক্ষ থেকে তোমাদের উপর অবতীর্ণ হয়েছে এবং আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য আউলিয়াদের অনুসরণ করো না।
(সূরা আরাফ ৭ ঃ ৩)

কুরআন সুন্নাহর বাইরে কারো কথা মানা বা অনুসরণ করার অর্থ হচ্ছে আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের চাইতে তাকে বেশী প্রাধান্য দেয়া, যা সুস্পষ্ট কুফরী। এরূপ ব্যক্তি মুসলিম হতে পারে না।

৫। কালিমার দাবীর বিপরীত অবস্থানকারীর সাথে কোনরূপ সম্পর্ক না রাখা।

কালিমার স্বাক্ষ্যদানকারী মুসলিম কখনো কোন কাফির-মুশরিকের সাথে বন্ধুত্ব রাখতে পারবে না। কারণ যারা কাফির-মুশরিক তারা আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের শত্রু। আর আল্লাহ ও তাঁর রসূলের শত্রু কখনো কোন ঈমানদারের বন্ধু হতে পারে না।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন-

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّوْنَ مَنْ حَادَّ اللهَ وَرَسُوْلَهُ وَلَوْ كَانُوْا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيْرَتَهُمْ أُولٰئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوْبِهِمُ الْإِيْمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوْحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِيْنَ فِيْهَا رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ أُولٰئِكَ حِزْبُ اللهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللهِ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ

অর্থঃ যারা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে, তাদেরকে আপনি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধাচারণকারীদের সাথে বন্ধুত্ব করতে দেখবেন না, যদিও তারা তাদের পিতা, পুত্র, ভ্রাতা অথবা জ্ঞাতি-গোষ্ঠী হয়। তাদের অন্তরে আল্লাহ ঈমান লিখে দিয়েছেন এবং তাদেরকে শক্তিশালী করেছেন তাঁর অদৃশ্য শক্তি দ্বারা। তিনি তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত। তারা সেখানে চিরকাল থাকবে। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারা আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। তারাই আল্লাহর দল। জেনে রাখ, আল্লাহর দলই সফলকাম হবে। (সূরা মুজাদালাহ ৫৮ ঃ ২২)

এ ব্যাপারে উত্তম উদাহরণ হিসেবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা উল্লেখ করেছেন-

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِيْ إِبْرَاهِيْمَ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ إِذْ قَالُوْا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءٰؤُا مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتّٰى تُؤْمِنُوْا بِاللهِ وَحْدَهُ

অর্থঃ তোমাদের জন্যে ইবরাহীম ও তাঁর সঙ্গীগণের মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে। তারা তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিল- তোমাদের সাথে এবং তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের ইবাদত কর, তাদের সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। আমরা তোমাদেরকে অস্বীকার

করি। তোমরা এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করলে তোমাদের মধ্যে ও আমাদের মধ্যে চিরশত্রুতা থাকবে। (সূরা মুমতাহিনা ৬০ ঃ ৪)

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تَتَّخِذُوْا الْكَافِرِيْنَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ أَتُرِيْدُوْنَ أَنْ تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُّبِيْنًا

অর্থঃ হে ঈমানদারগণ! মু'মিনদের পরিবর্তে কাফিরদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না। তোমরা কি আল্লাহকে তোমাদের বিরুদ্ধে স্পষ্ট প্রমাণ দিতে চাও? (সূরা নিসা ৪ ঃ ১৪৪)

তাওহীদ বিনষ্টকারী বিষয়

প্রশ্নঃ তাওহীদ তথা لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ বিনষ্টকারী বিষয় বলতে কি বুঝায়?

উত্তরঃ ناقض বা বিনষ্টকারী বলতে এমন কিছুকে বুঝায়, যার অস্তিত্বের কারণে অন্য কোন জিনিস বিনষ্ট বা বাতিল হয়ে যায়। এ কথা অবশ্যই জেনে রাখা প্রয়োজন যে, সলাত বিনষ্ট বা বাতিল হওয়ার যেমন কিছু কারণ ও বিষয় আছে, তেমনিভাবে তাওহীদ বিনষ্টকারী কিছু কারণ ও বিষয় আছে। মুসল্লি যদি সলাত বিনষ্টকারী বিষয়গুলোর যে কোন একটিতে পতিত হয়, তাহলে সাথে সাথে তার সলাত বাতিল হয়ে যায়। যেমন সলাতের মধ্যে বায়ূ ত্যাগ করা, শব্দ করে হাসা, কিছু আহার করা বা পান করা ইত্যাদি। এমনিভাবে তাওহীদ তথা দ্বীন বিনষ্টকারী কিছু কারণ ও বিষয় রয়েছে যার মধ্যে বান্দাহ পতিত হলে তার তাওহীদ বিনষ্ট হয়ে যায়, যার ফলে সে কাফির-মুশরিক হিসেবে গণ্য হয়।

প্রশ্নঃ তাওহীদ তথা لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ বিনষ্টকারী বিষয় কয়টি ও কি কি?

উত্তরঃ তাওহীদ তথা **لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ** বিনষ্টকারী বিষয় হচ্ছে দশটি। **যথা-**

১। আল্লাহর সাথে শিরক করা।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدِ افْتَرٰى إِثْمًا عَظِيْمًا

অর্থঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর সাথে শরীক করাকে কখনো ক্ষমা করবেন না। এ ছাড়া অন্যান্য পাপ তিনি ইচ্ছা করলে ক্ষমা করে দিতে পারেন, যার জন্য তিনি চান। আর যে আল্লাহর সাথে শরীক করে সে অবশ্যই মহাপাপ রচনা করে। (সূরা নিসা ৪ ঃ ৪৮)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আরো বলেন-

إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِيْنَ مِنْ أَنْصَارٍ

অর্থঃ নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শিরক করবে আল্লাহ তার জন্যে জান্নাতকে হারাম করে দিবেন আর তার আশ্রয়স্থল হবে জাহান্নাম। আর যালিমদের কোন সাহায্যকারী নেই। (সূরা মায়িদাহ ৫ ঃ ৭২)

আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নিকট প্রার্থনা করা, সাহায্য চাওয়া, কাউকে ভয় করা, অন্যের উপর ভরসা করা, অন্যের উদ্দেশ্যে মানত করা, অন্যকে উপকার ও অপকারের মালিক মনে করা, আল্লাহর যেমন ক্ষমতা অন্য কারো এরূপ ক্ষমতা রয়েছে বলে বিশ্বাস করা, আল্লাহ ছাড়া অন্যকে আইন-বিধানদাতা মানা, অন্য আইনে বিচার-ফায়সালা চাওয়া ইত্যাদি সবই শিরক যা একজনকে ইসলাম থেকে বের করে দেয়। এ কারণেই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ঈমান গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য শিরক মুক্ত হওয়ার শর্তারোপ করেছেন। ইরশাদ হচ্ছে-

الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يَلْبِسُوْا إِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولٰئِكَ لَهُمُ الأَمْنُ وَهُمْ مُّهْتَدُوْنَ

অর্থঃ যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের ঈমানকে যুলম (শিরক) দ্বারা কলুষিত করে নাই, নিরাপত্তা তাদেরই জন্য এবং তারাই হিদায়াত প্রাপ্ত। (সূরা আন'আম ৬ ঃ ৮২)

যতবড় ঈমান ও আমলের অধিকারী হোক না কেন শিরক থাকলে তার সবকিছু বরবাদ হয়ে যাবে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সতর্ক করে ঘোষণা করলেন-

وَلَقَدْ أُوْحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ

অর্থঃ তোমার প্রতি এবং তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি অবশ্যই এই অহী হয়েছে যে, তুমি আল্লাহর সাথে শরীক করলে তোমার আমল নিস্ফল হয়ে যাবে এবং অবশ্যই তুমি ক্ষতিগ্রস্থদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। (সূরা যুমার ৩৯ ঃ ৬৫)

সূরা আন‘আমের ৮৩-৮৭ নং আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা’আলা ১৮ জন নাবীর নাম উল্লেখ করে তাদের ব্যাপারে বলেছেন-

وَلَوْ أَشْرَكُوْا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ

অর্থঃ যদি তারা শিরক করতো তবে তাদের কৃতকর্ম নিস্ফল হয়ে যেত।

২। আল্লাহ এবং বান্দাহর মাঝখানে এমন মাধ্যম স্থির করা, যার কাছে বান্দাহ সুপারিশ কামনা করে এবং তার উপর তাওয়াক্কুল (ভরসা) করা।

আল্লাহ তা’আলা বলেন-

وَيَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ مَا لاَ يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنْفَعُهُمْ وَيَقُوْلُوْنَ هَؤُلاَءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللهِ

অর্থঃ তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে এমন বস্তুর ইবাদত করে, যা তাদের কোনো ক্ষতিও করতে পারে না, উপকারও করতে পারে না। এবং তারা বলে, এরা আল্লাহর কাছে আমাদের জন্য সুপারিশকারী। (সূরা ইউনুস ১০ ঃ ১৮)

অন্যত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা’আলা বলেন-

وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُوْنَا إِلَى اللهِ زُلْفَى

অর্থঃ আর যারা তাকে (আল্লাহ) ব্যতীত অন্য অলী আউলিয়া ধারণ করেছে (এবং প্রার্থনা ও মানত ইত্যাদি ইবাদত তার জন্য সাব্যস্ত করে, এবং তারা বলে) আমরা তাদের উপাসনা করি শুধু এই উদ্দেশ্যে যে, তারা আমাদেরকে আল্লাহর সান্নিধ্যে পোঁছিয়ে দিবে। (সূরা যুমার ৩৯ ঃ ৩)

এটা হচ্ছে আউলিয়া এবং নেককার লোকদের কবরের উদ্দেশ্যে যারা যায় তাদের অবস্থা। তারা সেখানে গিয়ে কবরবাসীকে উদ্দেশ্য করে বিভিন্ন ইবাদতে লিপ্ত হয়, কবরবাসী আল্লাহর কাছে সুপারিশ করতে পারবে এ বিশ্বাসে। যেমন- তাদের কাছে দু’আ করা, তাদের উদ্দেশ্যে মানত করা, তাদের কাছে সাহায্য কামনা করা এবং কবরের চারপাশে প্রদক্ষিণ করা।

৩। মুশরিকদের কাফির মনে না করা অথবা তাদের কুফরীর ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করা অথবা তাদের কুফরী মতবাদকে সহীহ মনে করা।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন-

إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلَامُ

অর্থঃ নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট মনোনীত দ্বীন হলো ইসলাম। (সূরা আল ইমরান ৩ ঃ ১৯)

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন-

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ

অর্থঃ যে ব্যক্তি ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দ্বীন তালাশ করবে কস্মিনকালেও তার থেকে তা গ্রহণ করা হবে না এবং আখিরাতে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।
(সূরা আল ইমরান ৩ ঃ ৮৫)

এখানে সন্দেহ দ্বারা বুঝানো হচ্ছে যে, মুসলিম উম্মাহ যার কাফির হওয়ার ব্যাপারে ঐক্যমত পোষণ করে তার কুফরীর ব্যাপারে কোনো মুসলিমের সন্দেহ পোষণ করা। যেমন- ইহুদী, নাসারা ও মুশরিক (অর্থাৎ ইহুদী নাসারা ও মুশরিকদের কুফরীর ব্যাপারে মুসলিম উম্মাহর কোনো দ্বিমত নেই, তাই কোনো মুসলিম এ ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করতে পারবে না। করলে সেও কুফরী মতবাদে বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হবে) এ দৃষ্টিকোন থেকে জাহেলি যুগের মুশরিক, যারা নিজেদের মুশরিক হওয়ার ব্যাপারে নিজেরাই সাক্ষ্য প্রদান করেছিল, আর বর্তমান যুগের মুশরিক যারা ইসলাম ও ঈমানের দাবী করে অথচ আল্লাহর সাথে সংশ্লিষ্ট হককে গায়রুল্লাহর উদ্দেশ্যে নিবেদন করে, এই দুই ধরণের মুশরিকদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।

৪। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দ্বীন অথবা (পুণ্য কাজের) সাওয়াব অথবা (পাপের জন্য) শাস্তি এবং দ্বীনের যে কোন বিষয় নিয়ে রং তামাশা, বিদ্রুপ করা কুফরী।

আল্লাহ তা'আলা বলেন-

قُلْ أَبِاللهِ وَاٰيَاتِهِ وَرَسُوْلِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُوْنَ لَا تَعْتَذِرُوْا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيْمَانِكُمْ

অর্থঃ (হে রসূল) আপনি বলুন, তোমরা কি আল্লাহর সাথে, তাঁর আয়াত সমূহের সাথে, তার রসূলের সাথে ঠাট্টা করছিলে? ওজর পেশ করো না, তোমরা তো ঈমান প্রকাশ করার পর কাফির হয়ে গেছো। (সূরা তাওবা ৯ ঃ ৬৫-৬৬)

শায়খ মুহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহহাব (রহঃ) তাঁর 'কাশফুশ শুবহাত' নামক গ্রন্থে বলেন, "এটা যখন নিশ্চিত ভাবে প্রমাণিত যে কতিপয় মুনাফিক যারা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে রো'মের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে ও তাদের ঠাট্টা বিদ্রুপাত্মক কথা দ্বারা কুফরী করেছে, তখন এটা সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, যে ব্যক্তি সম্পদের স্বল্পতার আশংকায় কিংবা কিছু প্রাপ্তির আশায় অথবা কারো মনতুষ্টির জন্য কুফরী কথা বলল অথবা কুফরী কর্ম করল, সে অবশ্যই ঐ ব্যক্তির চেয়ে জঘণ্য কাজ করেছে যে ঠাট্টা ও বিদ্রুপাত্মক কথা বলেছে।

এমন অবস্থা আজকাল অনেক নামধারী মুসলিমদের। যারা পর্দা করা, দাঁড়ি রাখা অথবা দ্বীনের অন্যান্য বিষয়ে হাসি-ঠাট্টা করে। প্রকারান্তরে তারা যেন আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের সাথেই ঠাট্টা করে।

৫। যাদু।

যাদুর মধ্যে রয়েছে (যাদু-মন্ত্র দ্বারা) স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করা। উভয়ের মধ্যে পরস্পরের প্রতি ঘৃণার সৃষ্টি করা। তাছাড়া 'তাওলার' আশ্রয় নেয়া। 'তাওলা' হচ্ছে (যাদু মন্ত্রের সাহায্যে) স্ত্রী কর্তৃক স্বামীকে বশীভূতকরণ। এর মধ্যে রয়েছে ভেলকিবাজী এবং ভালবাসা সৃষ্টি করে বলে কথিত রিং। এগুলো নিঃসন্দেহে কুফরী। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন-

وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُوْلاَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلاَ تَكْفُرْ

অর্থঃ তারা উভয়েই একথা না বলে কাউকে শিক্ষা দিতো না যে, (দেখো) আমরা নিছক পরীক্ষা মাত্র অতএব তুমি কুফরী করো না। (সূরা বাকারাহ ২ ঃ ১০২)

৬। মুসলিমদের বিরুদ্ধে মুশরিকদের পক্ষ নেয়া ও তাদের সহযোগিতা করা।

মুসলিমদের বিরুদ্ধে কাফিরদের সাহায্য-সহযোগিতা করা, মুসলিমদের বিরুদ্ধে গোয়েন্দাগিরি করা, তাদেরকে কাফিরদের হাতে ধরিয়ে দেয়া ইত্যাদি সবই কুফরী ও ঈমান বিধ্বংসী বিষয়। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন-

وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِيْنَ

অর্থঃ তোমাদের মধ্যে কেউ যদি তাদেরকে (মুশরিকদেরকে) বন্ধুরূপে গ্রহণ করে তাহলে সে তাদের মধ্যেই গণ্য হবে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা জালিমদেরকে হিদায়াত দান করেন না। (সূরা মায়িদা ৫ ঃ ৫১)

৭। যে ব্যক্তি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আনীত কোন বিধানকে অপছন্দ করল সে কুফরী করল। যদিও সে ওই আমলটি নিজে পালন করে।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন-

ذٰلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوْا مَا أَسْخَطَ اللهَ وَكَرِهُوْا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ

অর্থঃ এটা এজন্যে যে, তারা সেই বিষয়ের অনুসরণ করে, যা আল্লাহর অসন্তোষ সৃষ্টি করে এবং তারা আল্লাহর সন্তুষ্টিকে অপছন্দ করে। ফলে তিনি তাদের কর্মসমূহ ব্যর্থ করে দেন। (সূরা মুহাম্মদ ৪৭ ঃ ২৮)

৮। মুহাব্বাত বা ভালবাসার ক্ষেত্রে আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা অথবা কাউকে আল্লাহর সমকক্ষ মনে করা।

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে-

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُوْنِ اللهِ أَنْدَادًا يُحِبُّوْنَهُمْ كَحُبِّ اللهِ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا أَشَدُّ حُبًّا لِلّٰهِ

অর্থঃ আর মানুষের মধ্যে কতক লোক এমনও রয়েছে, যারা অন্যান্যকে (গায়রুল্লাহকে) আল্লাহর সমকক্ষ সাব্যস্ত করে এবং তাদের প্রতি তেমনি ভালবাসা পোষণ করে, যেমন আল্লাহর প্রতি ভালবাসা হয়ে থাকে। কিন্তু যারা ঈমানদার আল্লাহর জন্য তাদের ভালবাসা ওদের তুলনায় অনেক বেশী। (সূরা বাকারাহ ২ ঃ ১৬৫)

৯। যে ব্যক্তি মনে করে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিয়ে আসা বিধানের চেয়ে অন্য বিধান পরিপূর্ণ বা উত্তম।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন-

إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلَامُ

অর্থঃ নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট মনোনীত দ্বীন হলো ইসলাম। (সূরা আল ইমরান ৩ ঃ ১৯)

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন-

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ

অর্থঃ যে ব্যক্তি ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দ্বীন তালাশ করবে কস্মিনকালেও তার থেকে তা গ্রহণ করা হবে না এবং আখিরাতে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

(সূরা আল ইমরান ৩ ঃ ৮৫)

অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে-

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِيْنًا

অর্থঃ আল্লাহ ও তাঁর রসূল যখন কোনো বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন তখন কোন মুমিন পুরুষ ও নারীর জন্য নিজেদের ব্যাপারে অন্য কিছুর ইখতিয়ার (অধিকার) থাকে না। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে অমান্য করল সে স্পষ্টই পথভ্রষ্ট হবে।

(সূরা আহযাব ৩৩ ঃ ৩৬)

অপর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন-

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوْا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا

অর্থঃ অতএব, না, তোমার রবের কসম, তারা কিছুতেই মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে (শর্তহীনভাবে) বিচারক নির্ধারণ করে, অতঃপর তুমি যে ফায়সালা করবে সে ব্যাপারে তাদের নিজেদের অন্তরে কোন দ্বিধা দ্বন্ধ থাকবে না এবং তারা তোমার সিদ্ধান্ত পূর্ণ সম্পতিতে মেনে নিবে। (সূরা নিসা ৪ ঃ ৬৫)

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هٰذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيٌّ وَلَا نَصْرَانِيٌّ ثُمَّ يَمُوْتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ

অর্থঃ আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, ঐ জাতের শপথ যার হাতে আমার প্রাণ নিহিত রয়েছে, এই উম্মাতের ইহুদী হোক আর খ্রিষ্টান হোক আমার সম্পর্কে শোনার পর যদি আমার প্রতি এবং আমি যা নিয়ে প্রেরিত হয়েছি তার প্রতি ঈমান না এনে মৃত্যু বরণ করে তবে অবশ্যই সে জাহান্নামের অধিবাসীদের মধ্যে গণ্য হবে।[১]

---

[১] সহীহ মুসলিম ২৭৯; ই.ফা.বা হাঃ ২৮৩; ই.সে হাঃ ২৯৪; মুসনাদে আহমদ ৮২০৩।

১০। আল্লাহর দ্বীন থেকে বিমুখ হওয়া।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ইরশাদ করেছেন-

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِاٰيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِيْنَ مُنْتَقِمُوْنَ

অর্থঃ যে ব্যক্তিকে তার রবের আয়াত সমূহ দিয়ে উপদেশ দেয়া হয়েছে অতঃপর সে তা থেকে বিমুখ হয়েছে তার চেয়ে বড় যালিম আর কে? নিশ্চয়ই আমি অপরাধিদের নিকট থেকে প্রতিশোধ গ্রহণকারী। (সূরা সাজদাহ ৩২ ঃ ২২)

এসব ইসলাম বিনষ্টকারী বিষয়ের ক্ষেত্রে অবহেলাকারী বা ভয় দ্বারা প্রভাবিতদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। তবে যে ব্যক্তি নিরুপায় ও বাধ্য তার কথা ভিন্ন। এগুলো সবই অত্যন্ত ভয়াবহ এবং সচরাচরই ঘটে থাকে। মুসলিদের উচিত এগুলোতে পতিত হওয়ার আশংকায় ভীত এবং সতর্ক থাকা। যেসব কাজ আল্লাহর ক্রোধ এবং তার যন্ত্রণাদায়ক শাস্তিকে অপরিহার্য করে দেয় সেগুলো থেকে আমরা আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাচ্ছি।

যারা বলে لَاإِلٰهَ إِلَّا اللهُ মুখে উচ্চারণই যথেষ্ট

প্রশ্নঃ যারা বলে যে لَاإِلٰهَ إِلَّا اللهُ মুখে উচ্চারণ করাই যথেষ্ট, বাস্তবে তার বিপরীত কিছু করলে ক্ষতি নেই, তাদের এ সংশয়ের জবাব কি?[১]

মানুষের মনে একটা সংশয় বদ্ধমূল হয়ে আছে। তা হলো এই যে, তারা বলে থাকে কালিমা لَاإِلٰهَ إِلَّا اللهُ পাঠ করা সত্ত্বেও উসামা বিন যায়েদ (রাঃ) যাকে হত্যা করেছিলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেই হত্যাকান্ডকে সমর্থন করেননি।

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর এই হাদীসটিও তারা পেশ করে থাকে যেখানে তিনি বলেছেন-

أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتّٰى يَقُوْلُوْا لَاإِلٰهَ إِلَّا اللهُ

আমি লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আদিষ্ট হয়েছি যে পর্যন্ত না তারা বলে (মুখে উচ্চারণ করে) لَاإِلٰهَ إِلَّا اللهُ।[২] লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ উচ্চারণকারীদের হত্যা করা সম্বন্ধে আরো অনেক হাদীস তারা তাদের মতের সমর্থনে পেশ করে থাকে।

এই মূর্খদের এসব প্রমাণ পেশ করার উদ্দেশ্য হচ্ছে, যারা মুখে لَاإِلٰهَ إِلَّا اللهُ উচ্চারণ করবে তাদেরকে কাফির বলা যাবে না এবং তারা যা ইচ্ছা তাই করুক, তাদেরকে হত্যা করাও চলবেনা।

এসব জাহিল মুশরিকদের বলে দিতে হবে, একথা সর্বজনবিধিত যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইহুদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছেন এবং তাদেরকে বন্দী করেছেন যদিও তারা لَاإِلٰهَ إِلَّا اللهُ বলতো।

আর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাহাবাগণ বানু হানীফার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন যদিও তারা সাক্ষ্য দিয়েছিল যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রসূল। তারা সলাতও পড়তো এবং ইসলামের দাবীও করতো।

---

[১] সূত্রঃ কাশফুল শুবহাত, শায়খুল ইসলাম মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব (রহঃ)।

[২] সহীহ মুসলিম ৩৩, ই.ফা.বা হাঃ ৩৩, ই.সে হাঃ ৩৩।

ঐ একই অবস্থা তাদের সম্বন্ধেও প্রযোজ্য যাদেরকে আলী (রাঃ) আগুন দিয়ে পুড়িয়ে হত্যা করেছিলেন। এছাড়া এসব জাহিলরা স্বীকার করে যে, যারা পুনরুত্থানকে অস্বীকার করে তারা কাফির হয়ে যায় এবং হত্যারও যোগ্য হয়ে যায়- তারা لَاإِلٰهَ إِلَّا اللهُ বলা সত্ত্বেও। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি ইসলামের পঞ্চ স্তম্ভের যে কোন একটিকে অস্বীকার করে, সে কাফির হয়ে যায় এবং সে হত্যার যোগ্য হয় যদিও সে لَاإِلٰهَ إِلَّا اللهُ বলে। তাহলে ইসলামের একটি বিধান অস্বীকার করার কারণে যদি তার لَاإِلٰهَ إِلَّا اللهُ কোন উপকারে না আসে, তবে রসূলগণের দ্বীনের মূল ভিত্তি যে তাওহীদ এবং যা হচ্ছে ইসলামের মূল বস্তু, যে ব্যক্তি সেই তাওহীদকেই অস্বীকার করলো তাকে ঐ لَاإِلٰهَ إِلَّا اللهُ এর উচ্চারণ কেমন করে বাচাতে সক্ষম হবে? কিন্তু আল্লাহর দুশমনরা হাদীস সমূহের তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করে না।

উসামা (রাঃ) এর হাদীসের তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, তিনি একজন ইসলামের দাবীদারকে হত্যা করেছিলেন এই ধারণায় যে, সে তার জান ও মালের ভয়েই ইসলামের দাবী জানিয়েছিল।

কোন মানুষ যখন ইসলামের দাবী করবে, তখন তার থেকে ইসলাম বিরোধী কোন কাজ প্রকাশ্যে সংঘটিত না হওয়া পর্যন্ত সে তার জানমালের নিরাপত্তা লাভ করবে। এই সম্বন্ধে কুরআনের ঘোষণা এই যে,

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيْلِ اللهِ فَتَبَيَّنُوْا

অর্থঃ হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা আল্লাহর রাস্তায় (জিহাদে) বের হবে, তখন (কাউকে হত্যা করার পূর্বে) সব বিষয় তদন্ত করে দেখবে। (সূরা নিসা ৪ ঃ ৯৪)

অর্থাৎ তার সম্বন্ধে তথ্যাদি নিয়ে দৃঢ়ভাবে সুনিশ্চিত হতে হবে। এই আয়াত পরিষ্কার ভাবে বুঝিয়ে দিচ্ছে যে, এরূপ ব্যাপারে হত্যা থেকে বিরত থেকে তদন্তের পর স্থির নিশ্চিত হওয়া অবশ্য কর্তব্য। তদন্তের পর যদি তার ইসলাম বিরোধীতা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় তবে তাকে হত্যা করা যাবে। যেমন- আল্লাহ তা'আলা বলেছেন **فَتَبَيَّنُوْا** অর্থাৎ তদন্ত করে দেখ। তদন্ত করার পর দোষী সাব্যস্ত হলে তাকে হত্যা করতে হবে।

এভাবে অনুরূপ হাদীসগুলোর অর্থ বুঝে নিতে হবে। ওগুলোর অর্থ হবে যা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। অর্থাৎ যে ব্যক্তির মধ্যে তাওহীদ ও ইসলাম প্রকাশ্যভাবে পাওয়া যাবে তাকে হত্যা করা থেকে বিরত থাকতে হবে। যে পর্যন্ত তার থেকে বিপরীত কোন কিছু প্রকাশিত না হবে। এ কথার দলীল হচ্ছে যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

কৈফিয়তের ভাষায় উসামা (রাঃ) কে বলেছিলেন তুমি হত্যা করেছো لَاإِلٰهَ إِلَّا اللهُ বলার পরও? এবং তিনি আরো বলেছিলেন-

أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتّٰى يَقُوْلُوْا لَاإِلٰهَ إِلَّا اللهُ

অর্থঃ আমি লোকদেরকে হত্যা করতে আদিষ্ট হয়েছি, যে পর্যন্ত না তারা বলবে, لَاإِلٰهَ إِلَّا اللهُ ।[১] সেই রসূলই কিন্তু খারেজীদের সম্পর্কে বলেছেন-

لَئِنْ أَنَا أَدْرَكْتُهُمْ لَأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ

"আমি যদি তাদের পেয়ে যাই তবে তাদেরকে হত্যা করব আদ জাতির মত সার্বিক হত্যা।"[২]

যদিও তারা ছিল লোকদের মধ্যে অধিক ইবাদতগুজার, অধিক মাত্রায় لَاإِلٰهَ إِلَّا اللهُ এবং সুবহানাল্লাহ উচ্চারণকারী।

খারেজীরা এমন বিনয় নম্রতার সঙ্গে সলাত আদায় করত যে, সাহাবাগণ পর্যন্ত নিজেদের সলাতকে তাদের সলাতের তুলনায় তুচ্ছ মনে করতেন। তারা কিন্তু ইলম শিক্ষা করেছিল সাহাবাগণের নিকট হতেই। কিন্তু কোনই উপকারে আসল না তাদের لَاإِلٰهَ إِلَّا اللهُ বলা, তাদের অধিক পরিমাণ ইবাদত করা এবং তাদের ইসলামের দাবী করা, যখন তাদের থেকে শরীয়াতের বিরোধী বিষয় প্রকাশিত হয়ে গেল।

ঐ একই পর্যায়ের বিষয় হচ্ছে ইহুদীদের হত্যা এবং বানু হানীফার বিরুদ্ধে সাহাবাদের যুদ্ধ ও হত্যাকান্ড। ঐ একই কারণেই নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বানু মুস্তালিক গোত্রের বিরুদ্ধে জিহাদ করার ইচ্ছা পোষণ করেছিলেন যখন তাকে একজন লোক এসে খবর দিল যে, তারা যাকাত দিবে না। এই সংবাদ এবং অনুরূপ অবস্থায় তদন্তের পর স্থির নিশ্চিত হওয়ার জন্য আল্লাহ তা'আলা আয়াত নাযিল করলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوْا

অর্থঃ হে মুমিনগণ ! যখন কোন ফাসিক ব্যক্তি কোন (গুরুতর) সংবাদ নিয়ে তোমাদের নিকট আগমন করে তখন তোমরা সেই সংবাদ যাচাই করে দেখবে।

(সূরা হুজরাত ৪৯ ঃ ৬)

[১] সহীহ মুসলিম ৩৩, ই.ফা.বা হাঃ ৩৩, ই.সে হাঃ ৩৩।

[২] সহীহ বুখারী ৩৩৪৪, ই.ফা.বা হাঃ ৩১০৪।

উপরোক্ত সংবাদদাতা তাদের ভুল সংবাদ দিয়েছিল। এভাবে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যে সমস্ত হাদীসকে তারা হুজ্জাত রূপে পেশ করে থাকে তার প্রত্যেকটির তাৎপর্য তাই যা আমরা উল্লেখ করেছি।

প্রশ্নঃ যে ব্যক্তি দ্বীনের কতিপয় ফরয, ওয়াজিব অর্থাৎ আবশ্যকরণীয় কর্তব্য পালন করে, সে তাওহীদ বিরোধী কোন কাজ করে ফেললেও কাফির হয়ে যায় না। যারা এই ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করে, তাদের ভ্রান্তির জবাব কি?

উপরের আলোচনায় একথা সাব্যস্ত হয়ে গেল যে, যাদের বিরুদ্ধে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিহাদ করেছেন তারা এদের (আজকের দিনে শিরকী কাজে লিপ্ত নামধারী মুসলিমদের) চাইতে ঢের বেশী বুদ্ধিমান ছিল এবং তাদের শিরক অপেক্ষাকৃত লঘু ছিল। অতঃপর একথাও তুমি জেনে রাখো যে, এদের মনে আমাদের বক্তব্যের ব্যাপারে যে ভ্রান্তি ও সন্দেহ-সংশয় রয়েছে সেটাই তাদের সব চাইতে বড় ও গুরুতর ভ্রান্তি। অতএব, এই ভ্রান্তির অপনোদন ও সন্দেহের অবসান কল্পে নিম্নের কথাগুলো মনোযোগ দিয়ে শুনো।

তারা বলে থাকে, যাদের প্রতি সাক্ষাৎভাবে কুরআন নাযিল হয়েছিল (অর্থাৎ মক্কার কাফির-মুশরিকরা) তারা আল্লাহ ছাড়া কোনই মা'বুদ নেই, এ কথার সাক্ষ্য প্রদান করে নাই, তারা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মিথ্যা বলেছিল, তারা পুনরুত্থানকে অস্বীকার করেছিল, তারা কুরআনকে মিথ্যা বলেছিল এবং বলেছিল এটাও একটি যাদু মন্ত্র। কিন্তু আমরা তো সাক্ষ্য দিয়ে থাকি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই এবং নিশ্চয়ই মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর রসূল। আমরা কুরআনকে সত্য বলে জানি ও মানি আর পুনরুত্থান এর বিশ্বাস রাখি, আমরা সলাত পড়ি এবং সওমও রাখি, তবু আমাদেরকে এদের (উক্ত বিষয়ে অবিশ্বাসী কাফিরদের) মত মনে করো কেন?

এর জবাব হচ্ছে এই যে, এ বিষয়ে সমগ্র আলিম সমাজ তথা শরীয়াতের বিদ্বান মন্ডলী একমত যে, একজন লোক যদি কোন কোন ব্যাপারে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সত্য বলে মানে আর কোন কোন বিষয়ে তাকে মিথ্যা বলে ভাবে, তবে সে নির্ঘাত কাফির, সে ইসলামে প্রবিষ্টই হতে পারে না। এই একই কথা প্রযোজ্য হবে তার উপরেও যে ব্যক্তি কুরআনের কিছু অংশ বিশ্বাস করল, আর কতক অংশকে অস্বীকার করল, তাওহীদকে স্বীকার করল কিন্তু সলাত যে ফরয তা মেনে নিল না। অথবা তাওহীদও স্বীকার করল, সলাতও পড়ল কিন্তু যাকাত যে ফরয তা মানল না; অথবা এগুলো সবই স্বীকার করল সওমকে অস্বীকার করে বসলো, কিংবা ঐগুলো সবই স্বীকার করলো, কিন্তু একমাত্র হজ্জকে অস্বীকার করল, এরা সবাই কাফির।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যামানায় কতক লোক হজ্জকে অস্বীকার করেছিল, তাদেরকে লক্ষ্য করেই আল্লাহ তা'আলা আয়াত নাযিল করলেন-

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيْلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِيْنَ

অর্থঃ আর এ ঘরের (বায়তুল্লাহ) হজ্জ করা হলো মানুষের উপর আল্লাহর প্রাপ্য; যে লোকের সামর্থ্য রয়েছে এ পর্যন্ত পৌঁছার। আর যে লোক তা মানে না। আল্লাহ সারা বিশ্বের কোন কিছুরই পরোয়া করেন না। (সূরা আল ইমরান ৩ ঃ ৯৭)

কোন ব্যক্তি যদি এগুলো সমস্তই (অর্থাৎ তাওহীদ, সলাত, যাকাত, রমযানের সিয়াম, হজ্জ) মেনে নেয় কিন্তু পুনরুত্থানের কথা অস্বীকার করে, সে সর্বসম্মতিক্রমে কাফির হয়ে যাবে। তার রক্ত এবং তার ধন-ধৌলত সব হালাল হবে। যেমন- আল্লাহ তা'আলা বলেছেন-

إِنَّ الَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ بِاللهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيْدُوْنَ أَنْ يُفَرِّقُوْا بَيْنَ اللهِ وَرُسُلِهِ وَيقُوْلُوْنَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيْدُوْنَ أَنْ يَتَّخِذُوْا بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلًا–أُولٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُوْنَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِيْنَ عَذَابًا مُّهِيْنًا

অর্থঃ যারা আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রসূলদের অবিশ্বাস করে এবং আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রসূলদের মাঝে পার্থক্য সৃষ্টি করতে চায়, আর তারা বলে যে, আমরা (রসূলদের) কতককে বিশ্বাস করি আর কতককে অস্বীকার করি। আর তারা এরই মধ্যবর্তী কোন পথ অবলম্বন করতে চায়। এরাই হলো প্রকৃত কাফির। আর আমি এ কাফিরদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছি লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি। (সূরা নিসা ৪ ঃ ১৫০-১৫১)

আল্লাহ তা'আলা যখন তার কালাম পাকে সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন যে, যে ব্যক্তি দ্বীনের কিছু অংশকে মানবে আর কিছু অংশকে অস্বীকার করবে, সে সত্যিকারের কাফির এবং তার প্রাপ্য হবে সেই বস্তু (শাস্তি) যা উপরে উল্লেখিত হয়েছে।

আর একথাও বলা যাবে, তুমি যখন স্বীকার করছো যে, যে ব্যক্তি সমস্ত ব্যাপারে আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে সত্য জানবে আর কেবল সলাতের ফরয হওয়াকে অস্বীকার করবে সে সর্বসম্মতিক্রমে কাফির হবে, আর তার জান-মাল হালাল হবে। ঐরূপ সববিষয় মেনে নিয়ে যদি পরকালকে অস্বীকার করে তবুও কাফির হয়ে যাবে।

ঐরূপ সে ব্যক্তিও কাফির হয়ে যাবে, যদি সে ঐ সকল বস্তুর উপর ঈমান আনে আর কেবলমাত্র রমযানের সওমকে অস্বীকার করে। এতে কোন আলিমদের দ্বীমত নেই। আর কুরআনও এ কথাই বলেছে, যেমন আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। সুতরাং জানা গেল যে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে সমস্ত ফরয কাজ নিয়ে এসেছিলেন তার মধ্যে তাওহীদ হচ্ছে সর্বাপেক্ষা বড় এবং তা সলাত, সওম ও হজ্জ হতেও শ্রেষ্ঠতর।

যখন মানুষ নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক আনীত ফরয, ওয়াজিব সবগুলো মেনে নিয়ে সেগুলোর একটি মাত্র অস্বীকার করে কাফির হয়ে যায়। তখন কি করে সে ব্যক্তি কাফির না হয়ে পারে, যদি সে সমস্ত দ্বীনের মূল বস্তু তাওহীদকেই অস্বীকার করে বসে? সুবহানাল্লাহ! কি বিস্ময়কর এই মূর্খতা!

আর তাকে এ কথাও বলা যেতে পারে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাহাবাগণ বানু হানীফার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন, অথচ তারা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট ইসলাম গ্রহণ করেছিল। তারা সাক্ষ্য প্রদান করেছিল যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই আর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রসূল। এছাড়া তারা আযান দিতো এবং সলাতও পড়তো।

সে যদি তাদের এই কথা পেশ করে যে, তারা তো মুসায়লামা (কায্যাব)-কে একজন নাবী মেনেছিল।
তবে তার উত্তরে বলবে, ঐটিই তো আমাদের মূখ্য উদ্দেশ্য। কেননা যদি কেউ কোন ব্যক্তিকে নাবীর মর্যাদায় উন্নীত করে তবে সে কাফির হয়ে যায় এবং তার জান মাল হালাল হয়ে যায়, এই অবস্থায় তার দু'টি সাক্ষ্য (প্রথম সাক্ষ্যঃ আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, দ্বিতীয় সাক্ষ্যঃ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর বান্দা এবং তাঁর রসূল) তার কোনই উপকার সাধন করবে না। সলাতও তার কোন উপকার করতে সক্ষম হবে না। অবস্থা যখন এই, তখন সেই ব্যক্তির পরিণাম কি হবে, যে শিসমান, ইউসুফ (অতীতে নাজদে এদের উদ্দেশ্যে পূজা করা হতো) বা কোন সাহাবা বা নাবীকে মহা পরাক্রমশালী আল্লাহর সুউচ্চ মর্যাদায় সমাসীন করে? পাক পবিত্র তিনি, তাঁর শান-শাওকাত কত উচ্চ।
আল্লাহ তা'আলা বলেন-

كَذٰلِكَ يَطْبَعُ اللهُ عَلٰى قُلُوْبِ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ

অর্থঃ এভাবেই আল্লাহ তা'আলা তাদের অন্তরে মোহর মেরে দেন, যারা (সত্য সম্পর্কে কিছুই) জানে না। (সূরা রূম ৩০ ঃ ৫৯)

প্রতিপক্ষকে এটাও বলা যাবে, আলী (রাঃ) যাদেরকে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে মেরেছিলেন তারা সকলেই ইসলামের দাবীদার ছিল এবং আলী (রাঃ) এর অনুগামী ছিল, অধিকন্তু

তারা সাহাবাগণের নিকটে শিক্ষা লাভ করেছিল। কিন্তু তারা আলী (রাঃ) এর সম্বন্ধে ঐরূপ বিশ্বাস রাখত যেমন- ইউসুফ, শিসমান এবং তাদের মতো আরো অনেকের সম্বন্ধে বিশ্বাস পোষণ করা হত। (প্রশ্ন হচ্ছে) তাহলে কি করে সাহাবাগণ তাদেরকে (ঐভাবে) হত্যা করার ব্যাপারে এবং তাদের কুফরীর উপর একমত হলেন? তাহলে তোমরা কি ধারণা করে নিচ্ছ যে, সাহাবাগণ মুসলিমকে কাফির রূপে আখ্যায়িত করেছেন?

আর এ কথাও বলা যেতে পারে যে, বানু ওবায়দ আল কান্দাহ বানু আব্বাসের শাসন কালে মরক্কো প্রভৃতি দেশে ও মিসরে রাজত্ব করেছিল, তারা সকলেই "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ" কালিমার সাক্ষ্য দিতো। ইসলামকেই তাদের ধর্ম বলে দাবী করত। জুমা ও জামা'আতে সলাতও আদায় করত। কিন্তু যখন তারা কোন কোন বিষয়ে শরীয়াতের বিধি ব্যবস্থার বিরুদ্ধাচারণের কথা প্রকাশ করল, তখন তাদেরকে কাফির আখ্যায়িত এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার উপর আলিম সমাজ একমত হলেন। আর তাদের দেশকে 'দারুল হারব' বা যুদ্ধের দেশ বলে ঘোষণা করে তাদের বিরুদ্ধে মুসলিমগণ যুদ্ধ করলেন। আর মুসলিমদের শহরগুলোর মধ্যে যেগুলো তাদের হস্তগত হয়েছিল তা পুনরুদ্ধার করে নিলেন।

তাকে আরো বলা যেতে পারে যে, পূর্ব যুগের লোকদের কাফির এজন্যই বলা হতো যে, তারা আল্লাহর সঙ্গে শিরক ছাড়াও রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও কুরআনকে মিথ্যা জানতো এবং পুনরুত্থান প্রভৃতিকে অস্বীকার করত। কিন্তু এটাই যদি প্রকৃত এবং একমাত্র কারণ হয়, তাহলে 'বাবু হুকমিল মুরতাদ'[১] বা মুরতাদের হুকুম নামীয় অধ্যায় কি অর্থ বহন করবে? তাদের এ কথাও বলা যেতে পারে যে, তাদের সম্বন্ধে আল্লাহ বলেছেন-

يَحْلِفُوْنَ بِاللهِ مَا قَالُوْا وَلَقَدْ قَالُوْا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوْا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ

অর্থঃ এরা আল্লাহর নামে কসম করে বলে, (কুফরী শব্দ) এরা বলেনি; (কিন্তু) কুফরী শব্দ এরা আসলেই বলেছে এবং তাদের ইসলাম গ্রহণের পরই তারা তা অস্বীকার করেছে। (সূরা তওবাহ ৯ ঃ ৭৪)

তুমি কি শুনোনি মাত্র একটি কথার জন্য আল্লাহ তা'আলা এক দল লোককে কাফির বলেছেন, অথচ তারা ছিল রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সমসাময়িক কালের লোক এবং তারা তাঁর সঙ্গে জিহাদ করেছে, সলাত পড়েছে, যাকাত দিয়েছে, হজব্রত পালন করেছে এবং তাওহীদের উপর বিশ্বাস রেখেছে? আর এরা হলো ঐসব লোক যাদের সম্বন্ধে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন-

---

[১] মুরতাদ হচ্ছে সেই মুসলিম, যে ইসলাম গ্রহণের পর আবার পুনরায় কুফরীতে ফিরে যায়।

قُلْ أَبِاللهِ وَاٰيَاتِهِ وَرَسُوْلِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُوْنَ– لَا تَعْتَذِرُوْا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيْمَانِكُمْ

অর্থঃ (হে নাবী) আপনি (তাদের) বলুন, তোমরা কি আল্লাহ তা'আলা, তাঁর আয়াতসমূহ ও তাঁর রসূলকে বিদ্রুপ করছিলে? (হে কাফিররা) তোমরা অজুহাত পেশ করো না, তোমরাতো ঈমান আনার পর পুনারায় কাফির হয়ে গেছো। (সূরা তাওবাহ ৯ ঃ ৬৫-৬৬)

এই লোকদের সম্বন্ধেই আল্লাহ তা'আলা স্পষ্টভাবে বলেছেন, তারা ঈমান আনার পর কাফির হয়ে গেছে। অথচ তারা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সঙ্গে তাবুকের যুদ্ধে যোগদান করেছিল। তারা তো মাত্র একটি কথাই বলেছিল এবং সেটা হাসি ও ঠাট্টার ছলে।

অতএব, তুমি এ সংশয় ও ধোঁকাগুলোর ব্যাপারে গভীরভাবে চিন্তা করে দেখো। সেটা হলো, তারা বলে, তোমরা মুসলিমদের মধ্যে এমন লোককে কাফির বলছ যারা আল্লাহর একত্ববাদের সাক্ষ্য দিচ্ছে, তারা সলাত পড়ছে, সওম রাখছে। তারপর তাদের এ সংশয়ের জবাবও গভীরভাবে চিন্তা করে দেখো।

سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ